৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ – ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ১০ জুন – ১৬ জুন, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 34, 10 June - 16 June, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

ঘুরে আসুন

বিচিত্র চিত্রকূট ধাম

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ওড়িশার বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে শালিমার

থেকে ছাড়া করমন্ডল এক্সপ্রেস মালগাড়িতে ধাক্কা মেরে ছিটকে গিয়ে ধাক্কা মারলো জশবন্তপুর এক্সপ্রেসকে। হতাহত প্রচুর।

রবিবার : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অনুরোধ ও সতর্কবার্তা

সত্ত্বেও হিংসা থামছে মণিপুরে। লড়াই চলছে জঙ্গী ও যৌথ বাহিনীর মধ্যে। মায়ানমার থেকে আসা জঙ্গিরা বোমা, মর্টার ব্যবহার করছে।

সোমবার : এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হল প্লাস্টিক

দূষণ সমস্যার সুরাহা। তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক কারখানার সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

মঙ্গলবার : ন্যাশানাল ইনস্টিটিউশনাল রাঙ্কিং

ফ্রেমওয়ার্ক–এর এবারের বিচারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের স্থান ধরে রাখলেও পারলো না ঐতিহ্যশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অষ্টম থেকে নেমে গেল দ্বাদশে।

বুধবার : জব কার্ডে দুর্নীতি ও হিসাবে গড়মিলের জন্য ১০০ দিনের

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ। কেন টাকা আটকে আছে কলকাতা হাইকোর্ট ১৪ দিনের মধ্যে তার জবাব দিতে বলেছে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

বৃহস্পতিবার : নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত, ধরপাকড়, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে

পুরোদমে। তার মধ্যে আদালতের নির্দেশে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে পড়ল সিবিআই। ১৪ জায়গায় তল্লাশি চলল একসঙ্গে।

শুক্রবার : রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ পাবার

পরের দিনই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা করলেন রাজীব সিনহা। এক দফাতেই নির্বাচন হবে ৮ জুলাই। আস্থা জ্ঞাপন রাজ্য পুলিশেই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন বলে দেবে পুনরাবৃত্তি না পুনরুত্থান

শক্তি ধর

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা যখন ক্রমশঃ ক্ষীন হতে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলেন সদ্য নিয়োজিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। চেয়ারে বসার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষন। আবার ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে শুরু হয়ে গেল মনোনয়ন পর্ব। ১৫ জুন মনোনয়ন শেষ করে এক দফায় নির্বাচন হবে ৮ জুলাই। গণনা হবে ১১ জুলাই। অর্থাৎ ১ মাসের মধ্যে বিরাট এই ত্রিস্তরীয় নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে যাবে। আর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছায় এত বড় পর্বটি সম্পন্ন হবে রাজ্য পুলিশের ভরসায়।

রকেট গতিতে এই ঘোষণা যে বিরোধীদের বেকায়দায় ফেলেছে তা পরিষ্কার বিজেপি–কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া দেখে। সিপিএম অবশ্য এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে নিজেরা নির্বাচনের জন্য পুরোপুরি

প্রস্তুত বলে দাবী করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিতভাবেই এই ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে বিরোধীদের বুথ স্তরের দুর্বলতাকে কটাক্ষ করেছে।

বিরোধী বা তীব্র গরমে রুটি রুজি জোগাড় করতে মরিয়া ও বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা বাংলার গ্রামবাসী যাই বলুক না কেন শাসক–নির্বাচন কমিশনে যদি সদভাব থাকে নির্বাচন আটকায় কার সাধ্য। যদিও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য বিরোধীরা আদালতে আবেদন আগেও করেছে, এখনও করবে। এর আগে বিরোধী দলনেতা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের আবেদন নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন। আদালত সেই আবেদন ফিরিয়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায় নি। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরী হয়নি যাতে আদালতকে নাক গলাতে হবে। এবারও আদালত কতটা সাড়া দেবে তা আবেদনের গভীরতা বলে দেবে।

এসব হল রাজনীতি আর প্রশাসনের অন্দরমহলের লাভ ক্ষতির অঙ্ক। এই অঙ্ক মেলাবার ক্ষমতা গ্রামবাংলার মানুষের সাধ্যের বাইরে। সারা বছর ধরে রাজনীতির ছোট বড় দাদা দিদিদের হাতে নিষ্পেষিত বঙ্গবাসীর চাহিদা একটাই–কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয়, বাংলাকে আর যেন লাশ বইতে না হয়। সবাই মিলে গণতান্ত্রিক লড়াইতে নামুক, নিজের পঞ্চায়েত বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হোক মানুষের হাতে।

এখানেই লুকিয়ে রয়েছে প্রশ্নটা। ২০২৩এ ২০১৮র পুনরাবৃত্তি হবে, না গ্রামবাংলার মাটিতে পুনরুত্থান হবে জনগণতন্ত্রের?

এরপর পাঁচের পাতায়

হঠাৎ করে পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণায় উঠছে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুন ঘোষণা হল পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট। ২৪ ঘন্টা সময় পার হতে না হতেই শুরু হল মনোনয়ন জমা। কিন্তু হঠাৎ করে নির্বাচনের দিন ঘোষণার মধ্যে অনেক কিছুই অসংগতি দেখতে পাচ্ছে বিরোধীরা। মাত্র ৭ দিনের মধ্যে কিভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব। বিরোধীরা বলছেন সর্বদলীয় সভা না করেই নজিরবিহীনভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দিন চূড়ান্ত করেছেন। ইতিমধ্যেই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস–বিজেপি। তাদের দাবি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে ভোট করতে হবে। সেই সঙ্গে অনলাইনের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। অনেকে আবার বলছেন এক দিনে ভোট না করে, দফায় দফায় করা হোক। রাজ্য সরকারের যা পুলিশ বাহিনী আছে, তা দিয়ে এক দিনে ভোট নির্বিঘ্নে করা যাবে তো? উঠছে এই প্রশ্নও। তার ওপর প্রথম দিন দেখা গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে বিভিন্ন বিডিও কার্যালয়ে মনোনয়নের ফর্ম তুলতে এসে অনেককেই হেনস্তার শিকার হয়েছে। কারণ মনোনয়ন ফর্মই নাকি দপ্তরে নেই। বিরোধী নির্বাচনের লোকজনের আশঙ্কা ২০১৮ সালের পদ্ধতি পরিবর্তন করে শাসক দল অন্য কোনো দুরভিসন্ধির চিত্রনাট্য রচনা করেছে। তাই এবারও উঠছে প্রশ্ন এবারও কি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রহসনে পরিণত হবে?

প্রথম দিনের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সিপিআই (এম) এর জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ি ৯ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, ''দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ডায়মন্ডহারবার ১, বজবজ ২, বারুইপুর, মগরাহাট ২ ব্লকসহ বিভিন্ন ব্লকে মনোনয়ন সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকায় আজ শুক্রবার তোলা ও জমা দেওয়া যায়নি। সাগর ব্লকের বিডিও সিপিআই (এম) প্রতিনিধিকে নমিনেশন পেপার দিতে অস্বীকার করেছেন।

ক্যানিং ১, ভাঙড় ২ ব্লকে সশস্ত্র দুস্কৃতীরা বিরোধীদের আক্রমণ করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে

গেলে। আজ বেলা ১২ টা নাগাদ জেলার বেশিরভাগ ব্লকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পৌঁছয়নি।

নির্বাচন কমিশন ও জেলা শাসককে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব ইচ্ছুক প্রার্থী শান্তিপূর্ণভাবে যাতে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারে তার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনকে করতে হবে।''

অভিশপ্ত করমণ্ডল দেখিয়ে দিল সুন্দরবন ভালো নেই

কুনাল মালিক

সম্প্রতি বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪ জুন

পরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দ্বীপের মানুষজনদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিকল্প কোনো কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবন এলাকার মানুষদের ভিন রাজ্যে কাজের জন্য যেতে বাধ্য করে।

পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর মানুষ আহত হয়েছেন, অনেকে এখনও নিখোঁজ আছেন। আবার অনেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে এসেছেন। কিন্তু জেলার এই তালিকা দেখে একটা জিনিস পরিষ্কার জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে সুন্দরবন এলাকার কাকদ্বীপ এবং ক্যানিং মহকুমায় সবচেয়ে ট্রেন দুর্ঘটনার প্রভাব পড়েছে। তুলনামূলকভাবে আলিপুর, বারুইপুর এবং ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় প্রভাব অনেক কম।

ক্যানিং মহকুমার ক্যানিং–১এ ২ জন, ক্যানিং ২এ ১ জন, বাসন্তীতে ৭ জন এবং গোসাবায় ১ জন মারা গেছেন। বারুইপুর মহকুমায় বারুইপুরে ১ জন, জয়নগর–২এ ১ জন কুলতলীতে ৪ জন মারা গেছেন। ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় মগরাহাট ১এ ১ জন এবং কুলপিতে ২ জন মারা গেছেন। আলিপুর মহকুমার মহেশতলায় ১ জন এবং বিষ্ণুপুর–১ এ

১জন মারা গেছেন। আহতের তালিকাতেও সুন্দরবন এলাকার মানুষজনের নাম অন্যান্য এলাকার থেকে অনেক বেশি। সুন্দরবন এলাকার মানুষরা জানাচ্ছেন মূলত চাষবাস এবং নদীতে মাছ বা মীন ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহের জন্য নানা সরকারি বাধা নিষেধ এবং বাঘের আক্রমণের ভয়ে এখন অনেকেই জঙ্গলে যেতে চান না। বর্তমানে নদীতে মীনের দেখাও মেলেনা। আয়লা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন এলাকায় চাষবাসও প্রায় বন্ধের মুখে। পরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দ্বীপের মানুষজনদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিকল্প কোনো কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবন এলাকার মানুষদের ভিন রাজ্যে কাজের জন্য যেতে বাধ্য করে। কেউ ধান রোয়ার কাজে, কেউ মিস্ত্রি জোগাড়ের কাজে, কেউ বা সোনার গহনার কাজে বাইরে চলে যান। অচিরেই তারা পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা পান। বাসন্তীর এক পরিবারের তিন ভাই ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। ওখানকার মানুষরা বলছেন, তাদের গ্রামে পানীয় জলের অভাব, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভাব, বিদ্যুতের অভাব আছে। স্থানীয় ভাবে কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তারা কেউ আর পরিযায়ী হয়ে ভীন রাজ্যে যাবেন না।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, দেখুন ২০২১ সাল থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। আবাস যোজনায় ঘর পেলেও তার মজুরি পায়নি মানুষ। বাধ্য হয়ে সুন্দরবন এলাকার মানুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যান। তবে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্য ও চাকরির ব্যবস্থা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী খুব শীঘ্রই সুন্দরবন এলাকার জন্য কর্ম সংস্থান নিয়ে সভা করবেন। আমরাও ভাবছি স্থানীয়ভাবে বিকল্প কি কর্মসংস্থান করা যায়।

সই জাল করে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীন চিনপাই কো–অপারেটিভ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সোসাইটি লিমিটেড (রেজিস্ট্রার নং ০৭/২০০৮ – ০৯) সদস্যদের তথ্য লোপাট সহ সহি জালিয়াতি করিয়া সদস্যদের না জানিয়ে বেআইনিভাবে নির্বাচন কমিটি গঠন – এই অভিযোগে সোমবার জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলো কো–অপারেটিভের সদস্যরা। ১৪ বছর ধরে এখানে কোনো ভোট হয় নি বলে অভিযোগ। ১৪ বছর ধরে সেক্রেটারি পদে বহাল দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্র। সেক্রেটারী ভোলানাথ মিত্র, ছেলে প্রাথমিক শিক্ষক অনিবার্ন মিত্র, ভাইপো অনিমেষ মিত্র, ডাইরেকটর তুলসী দাস,ভাইস চেয়ারম্যান প্রাথমিক শিক্ষক মহম্মদ মুসা –এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তির সদস্যদের। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ভোলানাথ মিত্র। কো–অপারেটিভের মেম্বার শ্যামাপদ দাসের ছেলে সেন্টু দাস বলেন, দুর্নীতির অভিযোগ জমা দিলাম। কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে সই জাল করে। ফোন মারফত হুমকি দিতো, ব্ল্যাকমেল করতো। সম্প্রতি বেআইনিভাবে নির্বাচন করে কমিটি গঠন করেছে। কো–অপারেটিভের পঞ্চাশজন সদস্য আছে। জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা হয়নি। রিসিভ সেকশনে জমা দিলাম। এফআইআর করার পরিস্থিতি এখনো আসে নি। এইবছরের ১৫ মে এআরসিএস–কে লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা হয় নি।

প্রথম দিনে মনোনয়ন জমা করতে পারল না বিরোধীরা

ডায়মন্ড হারবার

অরিজিৎ মণ্ডল : আগামী ৮ জুলাই রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা করার নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা হয় ৯ জুন থেকে ১৫ জুন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র ঘোষণা করার দিনক্ষণ ঘোষণা করলেও শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার ১ ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা করতে পারলোনা বিরোধী প্রার্থীরা।

বিরোধীদের অভিযোগ, প্রশাসনের নির্দেশমত আজ বিজেপি, সিপিআইএম ও আইএসএফের প্রার্থীরা ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা করতে আসেন। কিন্তু

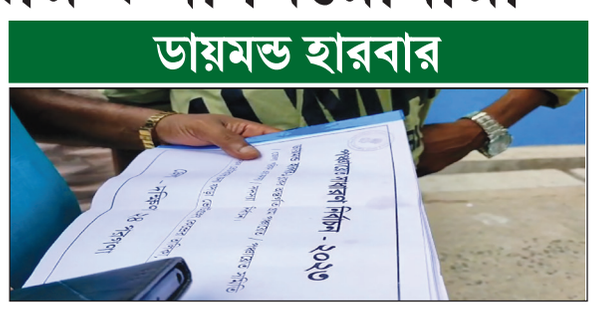

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন বিরোধীরা।

বিরোধীদের অভিযোগ ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। তাই এভাবে মনোনয়নপত্র জমা করতে বিরোধীদের সমস্যা তৈরী করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবির দাস বলেন, গতকাল নির্বাচনের নোটিশ দেওয়া হয়েছে সবকিছু ব্যবস্থা করতে একটু সময় দরকার। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোনয়নপত্র জমা করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার পানীয় জলের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্করের কার্যালয়ের সামনে ৭৫ নম্বর বাস রুট অবরোধ করে গ্রামবাসীবৃন্দ। নাঙ্গাভাঙা, কাঞ্চন বেড়িয়া, হালদার পাড়া, সামন্ত পাড়ার কয়েকশ পুরুষ–মহিলা এই অবরোধে সামিল হন। তাদের অভিযোগে গ্রামে গ্রামে অসহ্য গরমের সময় পানীয় জল ঠিক ভাবে সরবরাহ হচ্ছে না। অধিকাংশ মানুষকেই জল কিনে খেতে হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, দেখুন এই অবরোধ হয়েছে বিজেপির কয়েকজন যুবকের নেতৃত্বে। সালতিঘাটা মোড় থেকে অনেক দূরে সামন্ত পাড়া আছে। ওখানে বেশ কয়েকজন মানুষ মোটর চালিয়ে ওভার ট্যাঙ্কে জল তুলে নিচ্ছে। ফলে শেষের দিকে মানুষ জল জল পাচ্ছে না। বিষয়টি আমরা পিএইচই দপ্তরকে

জানিয়েছি। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেবার জন্য পাইপ বসানো হচ্ছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২০২৪ সালের মার্চ–এপ্রিল মাসে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে যাবে। তবে বিধায়ক এও বলেন, পিএইচইর কাজের গতি খুব শ্লথ। এখনও মূল রাস্তায় পাইপ বসানো হল না, কবে ঘরে ঘরে পৌঁছবে সেই বিষয় নিয়ে চিন্তায় আছি।

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বিষয়টি এম পি অভিষেক ব্যানার্জীর ডায়মণ্ড হারবার উন্নয়ণের মডেল বলে কটাক্ষ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসেও দাঁড়িয়ে থাকলো কঙ্কালসার ঝাউগাছ

অমিত মন্ডল

বকখালি

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসেও ফ্যাকাসে থাকলো বকখালির পিকনিক মাঠ। দাঁড়িয়ে থাকলো কঙ্কালসার ঝাউ গাছগুলি। অথচ অতীতে বকখালীর এই পিকনিক মাঠ ছিল সবুজে ঘেরা যা মন কাড়ত স্থানীয় মানুষ থেকে পর্যটকদের। সারি সারি ঝাউ গাছের নিচে পর্যটকরা এসে বিনোদনে মাততেন। আর সেই পিকনিক মাঠ এখন মরা ঝাউ গাছের সারিতে ফ্যাকাসে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এমন চিত্র দেখে স্তম্ভিত স্থানীয় মানুষ থেকে পর্যটকেরা। আমফান ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বকখালীর বিভিন্ন জায়গায় বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার নতুন করে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এছাড়াও চলতি বছরে বকখালী বনদপ্তরের অধীন বনবিবি মন্দির লাগোয়া জঙ্গলের অধিকাংশ আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মিভূত হয়ে যায়। এরপরে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে গভীর জঙ্গলে নতুন করে গাছ লাগানো হলেও ফাঁকা পড়ে থাকে বকখালী পিকনিক মাঠ। বিশ্ব পরিবেশের দিনও মরা ঝাউ গাছগুলি পিকনিক মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কঙ্কাল সার শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। এই ছবিটা দেখে কিছুটা হলেও হতাশ হয়েছেন পর্যটকেরা।

বেলঘরিয়া থেকে বকখালিতে বেড়াতে আসা নন্দিনী সেনগুপ্ত বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে যেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষকে গাছ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বকখালীর পিকনিক মাঠের এই

চিত্রটা সত্যিই হতাশার। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলেন, গঙ্গাসাগর এবং বকখালিকে সাজানোর জন্য গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে। সেই পর্ষদের পক্ষ থেকে বারবার বকখালীর উন্নয়নের কথা বলা হলেও এখনো পর্যন্ত বকখালীর পিকনিক মাঠের চিত্র একটুও বদলায়নি। যদিও বিষয়টি নিয়ে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি বলেন, ওটা রিজার্ভ ফরেস্টের এলাকা। তাই ওখানে গাছ লাগাবে বনদপ্তর। এ বিষয়ে বকখালি বনদপ্তরের রেঞ্জার বিমল কুমার মাইতির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বাইরে আছেন বলে এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাননি।

তবে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্ন থেকেই গেল যেখানে প্রশাসনের পক্ষ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গাছ লাগানোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে সেখানে বকখালির মত একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্রের পিকনিক মাঠে এই কঙ্কালসার চিত্র আর কতদিন দেখতে হবে? আমফান ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এই পিকনিক মাঠ আবার কবে সবুজে ভরে উঠবে?

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 34, 10 June - 16 June, 2023

উত্তরের আঙিনায়

গরমে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়ছে পাহাড়ে

বিশেষ প্রতিনিধি : সমতলে যত গরম বাড়ছে, যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড়। পাহাড়ে এই বছর অন্যান্য বারের তুলনায় গরম পড়লেও পরিবেশ সমতলের থেকে অনেকটাই আরামদায়ক। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক এসেছেন পাহাড়ে। দার্জিলিং কার্শিয়াং কালিম্পং সহ অফবিট স্পট গুলিতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।এই বিষয়ে আরো জানা গেছে হোটেল ও হোমস্টে গুলিতে শতকরা ৯০% বুকিং সম্পূর্ণ রয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পর্যটকদের জনসমাগম থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য স্থানীয় পর্যটকরা সপ্তাহের শেষে গরম থেকে রেহাই পেতে ছুটে যাচ্ছেন পাহাড়ে। পাহাড়ের মধ্যে সবথেকে মনোরম আবহাওয়া

শৈল শহরে, দিনে দিনে বদলাচ্ছে আবহাওয়া। অপূর্ব দৃশ্য গুলি ক্যামেরা বন্দী করছেন পর্যটকদের দল। পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে গত বছর জুন মাস থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, বৃষ্টিপাতের কারণে সিকিমের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চলতি বছরে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়নি যার ফলে দার্জিলিং সিকিম সহ গোটা পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। পর্যটন দপ্তর সূত্রে আরো জানানো হয়েছে চলতি বছর শুধু দার্জিলিং কার্শিয়াং কালিম্পং নয়, বিভিন্ন অফবিট জায়গা গুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পর্যটকদের সমাগম। এখানেই নয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কেও এবারে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে পর্যটকদের। যত গরম বাড়ছে পাহাড়ে ততই ভিড় বাড়ছে। উল্লেখ্য দেদার বেড়ে গেছে টয়ট্রেন বুকিং।

তাপমাত্রার নিরিখে রাজ্যের দ্বিতীয় স্থানে শিলিগুড়ি লাগোয়া এলাকা

বিশেষ প্রতিনিধি : তাপপ্রবাহের কবলে গোটা রাজ্য। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা পারদ। সমতলের সঙ্গে এবার পাহাড় ও টক্কর দিচ্ছে গরমের ক্ষেত্রে। বুধবার দিন সবচেয়ে উত্তপ্ত ছিল পুরুলিয়া, তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। এরপরই দ্বিতীয় উত্তপ্ত জায়গা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি লাগোয়া বাগডোগরা। বুধবার তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। জানা গেছে বুধবার বাগডোগরা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বাগডোগরা অন্তর্গত এলাকায় প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে তার জন্যই হয়তো এইভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বালেশ্বরের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ফিরিয়ে দিল ক্ষত বিক্ষত গাইসালের স্মৃতিকে

বিশেষ প্রতিনিধি : শুক্রবার সন্ধ্যায় উড়িষ্যার বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। চারিদিকে পড়ে আছে লাশের স্তূপ, পরিবার–পরিজনদের বুক চাপা কান্নায় শোকস্তব্ধ বালেশ্বর। আকাশে বাতাসে বিষাদের সুর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কার্য। করমন্ডল দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিল ২৪ বছরের পুরনো গাইসালের স্মৃতিকে। আবার টাটকা হয়ে উঠল দগদগে ঘা। ১৯৯৯ সালের ২ আগস্ট ঘটে গিয়েছিল এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনা। প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত ৩০০ জন যাত্রী। উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ইসলামপুরের কাছে ছোট স্টেশন গাইসাল। সেখানেই এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় অবদ আসাম এক্সপ্রেস ও ব্রহ্মপুত্র মেলের। এক রাতের মধ্যেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যায় এই প্রত্যন্ত স্টেশনটি। দীর্ঘ সময় ধরে চলে উদ্ধার কাজ। সেই দগদগে ঘা শুকোতে

দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দাদের। বুক চাপা কান্নায় বিষাদের ঘনঘটা নেমেছিল গোটা এলাকায়। পরিবার–পরিজনেরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কান্নায় ভিজে গিয়েছিল গাইসালের মাটি। করমন্ডলের দুর্ঘটনা আবার পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে দিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে খুন, ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

বিশেষ প্রতিনিধি : প্রকাশ্যে দিবালোকে খুন শিলিগুড়িতে, মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন মন্ডল, ওনার বাড়ি ওই এলাকাতেই বলে জানা গেছে। খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন মন্ডল। খুন করার পর অভিযুক্ত নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে, এরপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে পুরনো বিবাদ থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছে মঙ্গলবার সকালে সংলগ্ন এলাকায় দুই যুবকের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। এরপর বছর ৩৭ এর স্বপন বর্মনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে নিরঞ্জন। তারপর সে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

আহত স্বপন বর্মনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার

তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত মৃতদেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ জুন – ১৬ জুন, ২০২৩

মেষ রাশি : পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাচনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কর্মে সাফল্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতি ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। প্রেম প্রণয়ে বাধা।

প্রতিকার : দুর্গা চাল্লিশা জপ করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সন্তানের নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি নিয়ে সুরাহা ও মামলা নিয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ললিতা সহস্রনামের জপ করুন।

মিথুন রাশি : হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ কেতবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। প্রতিবেশির সঙ্গে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। জমি বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সুযাগ আসতে পারে। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। দলিল বা মূল্যবান নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রশংসা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : নিত্য আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভুল সিদ্ধান্তের দরুণ কর্মস্থলে অপদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা সফল হতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পথে ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪০ বার 'ওঁ রাহবে নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি নিয়ে পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদে জনিয়ে পড়তে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। ঋণ পরিশোধন বিলম্ব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অভিনব বা নৃত্য গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুফল লাভের আশা। স্বাস্থ্যের যত্নের প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। বিদেশে কোনো দ্রব্য আমাদানি বা রপ্তানিতে ক্ষতির সম্ভাবনা। আত্মীয়ের থেকে বিড়ম্বনা ও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। যে কোনো কর্মে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৩ বার 'ওঁ কেতবে নম'র জপ করুন।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে গোলমালের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সুযোগ আসতে পারে ব্যবসায়িক দিক থেকে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবায় নমঃ'র জপ করুন।

মকর রাশি : বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। পাড়া প্রতবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব ও শিব' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ীও হতে পারেন। সৃষ্টিশীল কর্মে সাফল্য। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভ্রমণে বাধা। আয় বৃদ্ধি হলেও অতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : শনিবার দিন বিকলাঙ্গদের চাল দান করুন।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অপচয় ও অপব্যয়ের সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। ব্যবসায় ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যসিদ্ধির দরুন প্রশংসা লাভ। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকর্ম জপ করুন।

কাজের খবর

ডাক বিভাগে এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ডাক বিভাগের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত ডিভিশন ডাক জীবন বীমা বা গ্রামীণ ডাক জীবন বীমার পলিসি বিক্রির জন্য 'এজেন্ট' হিসাবে লোক নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে বারাসত ও বসিরহাট হেড পোস্ট অফিসের জন্য। মাধ্যমিক পাশ ছেলে মেয়েরা ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ ৫ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি ইন্টারভিউ দিতে হাজির হবেন ২৬ জুন থেকে ২৮ জুনের মধ্যে দুপুর ১২টায়। তখন সঙ্গে নিয়ে যাবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত জেরক্স কপি আর ৫ কপি ফটো। সরাসরি যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় : ভারতীয় ডাক বিভাগ, বারাসত ডিভিশন, কলকাতা ১২৪।

রাইটসে ৩০ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, রাইটস লিমিটেড ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদে ৩০ জন লোক নিচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি (তপশিলী, ও বি সি ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ৫০%) কোর্স পাশরা যোগ্য। কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ২ বছরে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–৫–২০২৩'র হিসাবে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও বিসি'রা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৪০,০০–১,৪০,০০০টাকা। শূন্যপদ : ৩০টি (জেনাঃ ১৮, ওবিসি ৮, তঃ জাঃ ৪)। ভিসি নং : 125/23

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া নম্বর দেখে। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে কলকাতায়। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৫ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.rites.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৬০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, ইডব্লুএস হলে ৩০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় ৭৯৭ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো 'জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার –II (টেকনিক্যাল)' পদে ৭৯৭ জন ছেলে নিচ্ছে।ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি কোর্স (বি সি এ) কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি রা ৩ বছর আর প্রাক্তণ সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭৯১টি (জেনা: ৩২৫, ও বি সি ২১৫, তঃ জাঃ ১১৯, তঃউঃজাঃ ৫৯, ই ডব্লু এস ৭৯)।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথম অনলাইনে পরীক্ষা হবে। ১০০ নম্বরের ১২০ মিনিটের পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এরপর হবে ৩০ নম্বরের স্কিল টেস্ট। তারপর হবে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় অনলাইন পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের নম্বর দেখা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩ জুন থেকে ২৩ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.ncs.gov.in, www.mha.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ জেনারেল ইডব্লুএস, ওবিসি সম্প্রদায়ের ছেলেদের বেলায় ৫০০ (অন্যান্য প্রার্থীদের বেলায় ৪৫০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং কিংবা এসবিআই চালানে জমা দেবেন ২৩ জুনের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

নিখরচায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে সেনাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় স্থলবাহিনী বিনা খরচায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পড়িয়ে (১০+২ টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম কোর্সে) লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি দিচ্ছে। শুরুতে 'ক্যাডেট' হিসাবে ট্রেনিং। ৩ বছর পরই মাসে ৫৬,১০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন। তারপর চতুর্থ বছরের পরীক্ষায় সফল হলে একদিকে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশের সার্টিফিকেট পাবেন। অন্যদিকে তেমন লেফটেন্যান্ট পদে স্থায়ী চাকরি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৬ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় ১৫২–১৮৩ সেমি আর ওজন হতে হবে ৪৩–৬৮ কেজি।১ বুকের ছাতি ৫ সেমি প্রসারণক্ষম থাক দরকার। এছাড়া শারীরিক সুস্থতা থাকতে হবে। মোট ৫ বছরের ট্রেনিং। সফল হলে ৩ বছরের প্রি কমিশন ট্রেনিং হবে পুণের কলেজ অফ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। এরপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিভিন্ন শাখায় ১ বছরের পোস্ট কমিশন ট্রেনিং হবে। সফল হলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশের সার্টিফিকেট পাবেন। ৩ বছরের প্রি–কমিশন ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০ টাকা। ৪ বছরের ট্রেনিং শেষে 'লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে চাকরি। তখন মূল মাইনে ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। এরপর ধাপে ধাপে লেখটেন্যান্ট জেনারেল পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হতে পারে। শূন্যপদ ৯০টি। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জানুয়ারিতে। প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। উচ্চমাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ কল লেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহাবাদ, বেঙ্গালুরু ও ভোপালে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ৩০ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবাইটে :

অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। এবার এই অ্যাপ্লিকেশনের ১ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরেক কপির সঙ্গে যাবতীয় প্রমাণ পত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল আর ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো নিয়ে প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যেতে হবে। কোনো দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না। আরও জানতে ওই ওয়েবসাইট দেখুন।

শব্দবার্তা ২৫০

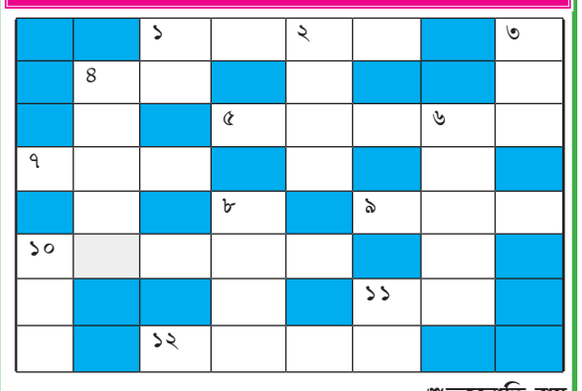

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নিরুদ্দেশ ৬। প্রভু, অধিপতি ৫। পাহাড় ৭। কেতুগ্রহের নাম ৯। শোচনা, খেদ ১০। যুদ্ধ বিদ্যা ১১। বোঝা, মোট ১২। সন্ত্রাস।

উপর–নীচ

১। উপায় ২। ঋণের দলিল, খত ৩। রোগ, অসুখ ৪। আখ্যান ৬। ধনুক ও তির ৮। কাছাকাছি, চারদিক ১০ রং করা ১১। বৃত্তি।

সমাধান : ২৪৯

পাশাপাশি : ১। হকার ৪। আগার ৫। দরদস্তর ৬। শবনম অবসান ৯। রজতচিল ১০। ক্ষরণ ১২। লবণ।

উপর–নীচ : ১। হরদম ২। রসদ ৩। কদরদান ৪। আজব ৬। শকরকনন্দ ৭। অলক্ষণ ৮। সারণ ১০। তামিল।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

আগামীতে সেরিব্রাল স্ট্রোক ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, আশঙ্কা চিকিৎসক মহলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ

সেরিব্রাল স্ট্রোকে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে। মূলত রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে এই স্ট্রোক সব থেকে বেশি হয়।রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার কারনে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই কারণে মৃত্যু হয়।এমন কি পঙ্গু হয়েও যায়।তবে একটু সচেতনতা অবলম্বন করলেই মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব বলে দাবি চিকিৎসক মহলের। সম্প্রতি সেরিব্রাল স্ট্রোক নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে ক্যানিংয়ের বন্ধুমহলে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় ১০ ব্লকের ১৫০ গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়,ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হালদার সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে, কোন ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া জরুরি। পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিটি স্ক্যান আছে কিনা। উল্লেখ্য, গত ৬ মাস আগে এমন চিকিৎসা চালু হয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। যেখানে

সময়মতো রোগীকে নিয়ে পৌঁছালে প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ইঞ্জেকশান সরকারী ভাবে বিনামূল্যে দেওয়া হবে যা রোগীকে দ্রুত সুস্থ করে তুলবে। প্রান্তিক গ্রামীণ এলাকার মানুষজন মূলত গ্রামীণ চিকিৎসকদের ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সচেতন করে প্রশিক্ষিত করার মহান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দাবি,নিয়মিত ব্যায়াম কিংবা শরীরচর্চা করতে হবে। সুষম খাবার খেতে হবে। তৈলজাত খাবার বর্জন করতে হবে। নিয়মিত সুগার, ব্লাড প্রেসার, কোলেস্টেরল পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজন মত ওষুধ খেতে হবে। সেরিব্রাল স্ট্রোক সম্পর্কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, "বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে বড় মাথা ব্যথার কারণ এই রোগ।সমগ্র দেশে প্রতি ৪ সেকেন্ড আক্রান্ত হয় ১ জন এবং ৪ মিনিটে মৃত্যু হয় ১জনের! এই রোগে আক্রান্ত হলে পঙ্গু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া জরুরি। মূলত এই রোগের প্রকোপ শীতকালেই বেশি। গত কয়েক সপ্তাহে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ২২ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। একজন রোগী এসেছিলেন অঙ্গহানি অবস্থায়। সেক্ষেত্রে তাকে থ্রম্বোলাইসিস ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে।একদিনে মধ্যেই তিনি প্রায় পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হালদার বলেন, "আমরা খুশি আমাদেরকে এমন মহান কাজের জন্য সামিল করা হয়েছে। যেনতেন প্রকারে মানুষের দুর্লভ প্রাণ বাঁচানো প্রত্যেক চিকিৎসকের লক্ষ্য।আমরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবো।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ঝড়ে উড়ল অ্যাসবেসটার টিন, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার বিকালে সিউড়ি একনং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাদিমপাড়া গ্রামে কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ল গুলসুনা বিবির বাড়ির অ্যাসবেসটাস। জখম হয় দুইজন। প্রতিবেশি সুকুর আলিখান বলেন, হাওয়া আসল, অ্যাসবেসটার উড়ে আহত হয় দুইজন। তারমধ্যে একজন বাচ্চা। ব্লকে জানানো হয়েছে। গজালপুর আদিবাসীপাড়ার মদন মুর্মুর বাড়ির টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যায়। মদন মুর্মু বলেন, ঝড়ে চালসমেত উড়ে গিয়েছে। বাড়িটার ক্ষতি হয়েছে। আমার হাতে লেগেছে। আলো মুর্মু বলে, ঘরে বসেছিলাম চাল উড়ে গিয়েছে, পরে বুঝলাম। আমার স্বামী আহত হয়েছে। নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের কাটাবুনি গ্রামের এক মহিলা বজ্রাঘাতে আহত হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নিখোঁজের ডিএনএ পরীক্ষা করতে ওড়িশার পথে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ জুন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওড়িশা রাজ্যের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় ২৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে রেলসূত্রে জানা গিয়েছে। সিউড়ি ১নং ব্লকের নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের ঝোড়ো গ্রামের লাবলু মাল নিখোঁজ। তার খোঁজে ডিএনএ পরীক্ষা করানোর জন্য সোমবার বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওড়িশার পথে রওনা দিল পরিবারের পাঁচ সদস্য। সঞ্জীব হাজরা বলেন, আগে প্রশাসন এসে ডকুমেন্ট নিয়ে গিয়েছিল। দুই দাদা,আমি, দুই ভায়রাভাই যাচ্ছি ডিএনএ পরীক্ষা করানোর জন্য।

প্লাস্টিক সমস্যা নিরসনে শ্রাচী ভিলেজের গঠনমূলক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত মধ্যমগ্রাম শহর পরিচ্ছন্নতা ও তার পরিবেশ সচেতনতায় কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র । এই শহরে গড়ে ওঠা শ্রাচী ভিলেজ এর পরিচালক বর্গের সৃজনশীল ভাবনায় এর ভেতরের সার্বিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অন্য আর পাঁচটা আবাসনের বা কমপ্লেক্স এর থেকে আলাদা । আর বোধ করি এই কারণেই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তিন দিন আগেই সেখানে এবছরের পরিবেশ দিবসের মূখ্য বিষয় ‘বিট প্লাস্টিক পলিউশন’ নিয়ে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ অনাড়ম্বর আলোচনা সভা ও শিক্ষা শিবির । এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আবাসন উন্নয়ন সমিতির কার্যকর্তাসহ বেশ কিছু আবাসিক । তাঁদের উপস্থিতিতে বারাসাত এষণা পরিবারের বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতা বিভাগ এষণা বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বারাসাত নবপল্লী বয়েজ হাইস্কুল এর শিক্ষক বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম মুখ অরিন্দম দে ।শ্রী দে তার আলোচনায় প্লাস্টিক সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন ও সার্বিক পরিবেশ এর রেহাই পাওয়ার একটা বিকল্প ভাবনা উত্থাপন করেন ও হাতে কলমে তা শেখানোর মাধ্যমে সহজেই কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তা বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দেন। উপস্থিত বিশিষ্ট জনেদের প্রতিআলোচনায় সভাটি তাৎপর্য মন্ডিত হয়ে ওঠে । অরিন্দম বাবু ঐ ক্যাম্পাসে পড়ে থাকা প্লাস্টিক জলের বোতল ও ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে দৈত্য সম প্লাস্টিককে বোতল বন্দী করে রাখার উপায় বাতলে দেন । ভিলেজের পরিচালক বর্গের অন্যতম সদস্য বিজ্ঞান কর্মী প্রকৃতি প্রেমী আশিস দাঁ ও আবাসনের চেয়ারপার্সন– জয়ন্ত সান্যাল ,অভিজিত নাগ, শিক্ষিকা কনকলতা মন্ডল, কৃষি বিভাগের অবসর প্রাপ্ত ডিরেক্টর তাপস কুন্ডু, জয়দেব দাস প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা এই আলোচনা সভাকে সফল করতে সক্রিয় সহযোগী হিসেবে পাশে থাকেন । বলেন আগামী দিনে আবাসনের আরো ছোট বড়ো আবাসিক দের উপস্থিতিতে এমন অত্যন্ত প্রয়োজেনীয় ও উপভোগ্য কর্মশিবির আবার আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে দালাল চক্র রুখতে তৎপর কর্তৃপক্ষ

দেবাশিস রায় : কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। সেই দালাল চক্র রুখতে তৎপরতা দেখাচ্ছে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর ফলে নাকি হাসপাতালে এখন দালালদের দৌরাত্ম্য অনেকখানি কমেছে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে দালাল চক্রকে কেন্দ্র করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আর কোনও তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ইনচার্জ ডাঃ সুশান্ত দত্ত এবিষয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা থেকে টেলিফোনে বলেন, আমাদের এই হাসপাতালে দালাল চক্র নিয়ে সম্প্রতি আর কোনও অভিযোগ কেউ করেননি। হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়েছে। আমি ফিরে গিয়ে এবিষয়ে আরও খোঁজখবরের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী শহর কাটোয়ার মহকুমা হাসপাতালটি দক্ষিণবঙ্গের একটা বিরাট অংশের মানুষের চিকিৎসা পরিষেবায় দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর নির্ভর করে থাকে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবায় কাঠামোগত বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে।সরকারি হাসপাতাল সহ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বেডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নয়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়নি কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালও। ফলে এই হাসপাতালের ওপর রোগীদের ভরসা ও নির্ভরতা আরও বেড়েছে। এদিকে, মানুষের এই চিকিৎসা নির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে তালমিলিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে দালালদের দৌরাত্ম্যও বেড়ে যায়।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের আউটডোর থেকে শুরু করে ব্লাড ব্যাংক, প্যাথলজি, প্রসূতি সহ প্রায় সব বিভাগেই দালাল চক্রের খপ্পড়ে প্রায়শই পড়তে হত রোগী ও তাদের পরিজনদের। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ঝাঁ চকচকে রূপ আছে। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের হাল সন্তোষজনক নয়। এই হাসপাতাল থেকে রোগীকে রেফার করাটাই নাকি রুটিনমাফিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিজনদের জন্য নির্মিত সাধারণ প্রতীক্ষালয়টি রহস্যজনক কারণে রাতে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের একাংশ এই হাসপাতালের একশ্রেণীর অধস্তন কর্মী সহ আয়াদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব। সুবিশাল এই হাসপাতালটি অনেকের কাছেই অবৈধ নানান উপায়ে করেকম্মে খাওয়ার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এককথায়, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক অবৈধ চক্র সক্রিয় বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ। সিপিএমের কাটোয়া ২ নং এরিয়া কমিটির সদস্য মাধাই ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে সবকিছুই খারাপ। একশ্রেণীর ডাক্তার থেকে শুরু করে হাসপাতালের সর্বস্তরের কর্মীদের দুর্ব্যবহারে রোগীরা ক্ষুব্ধ। এখানে চিকিৎসা পরিষেবা তো তলানিতে। এসইউসিআই-এর জেলা কমিটির সদস্য তথা কাটোয়ার সাংস্কৃতিক কর্মী অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, এমনিতেই সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই ও প্রয়োজনের তুলনায় নার্সিং স্টাফও অনেক কম। তার ওপর এখন ওষুধ সরবরাহ অত্যন্ত কম হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল অবস্থা। কাগজপত্র ঠিকঠাক রাখা এবং তা নিয়মিত স্বাস্থ্যদপ্তরে পাঠানোটাই এখন কাটোয়া হাসপাতালের মূল কাজ। কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসকের অধীনে এখন রোগী ভরতি করা হয় না। প্রতিদিনই আলাদা চিকিৎসক ইন্ডোরে ভিজিট করেন এতে রোগীরা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। সর্বোপরি এই হাসপাতালে স্থায়ী কোনও সুপার নেই। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা। আমরা চাই যথাযথভাবে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে যেন কোনও মানুষ বঞ্চিত না হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ অবশ্য এবিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

উন্নয়ন কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সংবাদে প্রকাশ, গ্রাম বাংলার প্রতি ব্লকের উন্নয়ন কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষার্থী নিয়োগ পরিকল্পনা চালু হচ্ছে। বছরে দুটি অঞ্চলে এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রতি অঞ্চলে একজন কর অঞ্চল উন্নয়ন কর্মী নিয়োগ করা হবে। জানা গেল, আগামী ১৫ই জুনের মধ্যেই প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত তালিকা পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্য্যায়ে স্থানীয় এম. এল.এ বি. ডি ওর সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রতি অঞ্চল থেকে একজন করে প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করবেন। পরে এ.ডি.এম ঐ তালিকা থেকে ২ জন করে প্রার্থী চূড়ান্তভাবে মনোনীত করবেন। আরও প্রকাশ, এক বছর ট্রেনিং কালের প্রথম ২ মাস হবে নরেন্দ্রপুরে। ৪ মাস ব্লক অফিসে আর ৪ মাস গ্রাম্য সেবকের অধীনে হাতে কলমে শিক্ষাগ্রহণ এবং অবশিষ্ট ২ মাস অঞ্চলে অঞ্চলে শিক্ষানবিশী করতে হবে। ট্রেনিং কালে শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ১০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। শিক্ষান্তে তাঁরা সরকারী বেতন অনুসারে ২০০–৪৫০ টাকা বেতন পাবেন। স্কুল ফাইন্যাল বা সমতুল যোগ্যতা সম্পন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন।

৭ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ২রা জুন ১৯৭৩, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, শনিবার

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাগদায় শাসক শিবিরে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের প্রক্কালে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ পুলিশ জেলার বাগদায়, তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান সহ তার অনুগামীরা তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমএ যোগদান করেন। সূত্রের খবর, বাগদায় রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান রমেশ বাগ তার দলবল নিয়ে শাসক শিবির ছেড়ে বাম শিবিরে যোগ দেন। এদিন সন্ধ্যায় সিপিএম নেতৃত্ব এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার হাতে লাল ঝাণ্ডা তুলে দেন। পতাকা হাতে নিয়ে রমেশ বাগ বলেন, আজ রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবারের প্রায় শতাধিক মানুষ আজ তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগদান করল। তৃণমূলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির কারণেই আমরা তৃণমূল ছাড়লাম। বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে দুর্নীতিতে ছয়লাপ। একশো দিনের কাজের দুর্নীতি, আমফানের ত্রাণ বন্টন দুর্নীতি, আবাস যোজনা সহ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে রাজ্যের আনাচ কানাচ। প্রত্যেক বিধায়ক থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত এইসব দুর্নীতিতে যুক্ত। সিপিএমের বাগদা এরিয়া কমিটির সদস্য সুকান্ত বাগ বলেন, ‘আজ রমেন বাগ শতাধিক লোক নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান শাসকদল দুর্নীতির সাথে যুক্ত। সেই কারণেই তৃণমূল ত্যাগ করেন তিনি।’ স্থানীয় তৃণমূল নেতা পরিতোষ সাহা বলেন, রমেশ বাগ আমাদের উপপ্রধান ছিলেন অনেক আগে। পরে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে টিকিট না পেয়ে সিপিএম চলে আসেন। আবার পঞ্চায়েত ভোটের টিকিটের জন্যেই সিপিএমের যোগ দেন।’ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধানের শাসক দল পরিত্যাগ শাসক শিবিরে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক মহল।

নামখানায় যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। মৃত যুবকের নাম বিকাশ গুমটা(২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার হরিপুরের সাতমাইল এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বুধবার রাতে বিকাশ গুমটা ও তার স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ঠিক তারপরে বিকাশ বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাবার পরেও বিকাশ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পেছনে থাকা বোরোজের পাশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় বিকাশকে দেখা যায়। তখনই তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন খবর দেয় নামখানা থানার পুলিশকে। নামখানা থানার পুলিশ এসে বিকাশকে উদ্ধার করে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। দ্বারিক নগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকরা বিকাশ গুমটাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এর পরেই নামখানা থানার পুলিশ বিকাশের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করেছে। ঠিক কী কারণে বিকাশের এই আত্মহত্যা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত ৫ জনের পারলৌকিক কাজের দায়িত্ব নিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেন দুর্ঘটনায় সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ছড়ানেখালি গ্রামে গায়েন পরিবারের তিন ভাই হারান গায়েন (৫০), নিশিকান্ত গায়েন(৪৩), দিবাকর গায়েন (৩১) ও গ্রামেরই প্রতিবেশি বিকাশ হালদার(২৬), সঞ্জয় হালদার (৩৩)দের মৃত্যু হয়। ঘটনায় শোকে বিহ্বল বাসন্তী ব্লকের ছড়ানেখালি গ্রাম। ঘটনার চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি গ্রামের মানুষ।

মঙ্গলবার মৃতদের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে হাজির হন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন তিন সন্তান হারানো মা সুভদ্রা দেবী। রাজ্যপাল এমন ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি সান্ত্বনা দেন। তাঁদের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন রাজ্যপাল। মৃতদের পরিবারের সাথে কথা বলেন রাজ্যপাল। বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি যত শীঘ্র সম্ভব অসহায় পরিবার গুলোর সমস্যা সমাধান করার পাশে থাকার আশ্বাস দেন। রাজ্যপাল ছ’মাস তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দু’হাজার টাকা করে দেবেন। এছাড়াও এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। এর পাশাপাশি পারলৌকিক কাজের জন্য সমস্ত খরচ বহন করবে রাজভবন। অন্যদিকে যাঁদের ‘জনধন’ অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁদের অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল।

শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ নয়, একই সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ ফল,জামাকাপড় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন শোকাহত পরিবারদের দেওয়ার জন্য। বিডিওর মাধ্যমে সেগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে।

দ্রুত নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রয়োজনে রক্ত দেবো। পঞ্চম শ্রেণীকে চিনে নেবো,বঞ্চিতরা দিচ্ছে ডাক–নিয়োগ নিয়োগ নিয়োগ চাই, দুনীতিগ্রস্থরা চাকরি করে/যোগ্যতারা সব কেঁদে মরে/রাজপথ তাই দিচ্ছে ডাক/নিয়োগ নিয়োগ নিয়োগ চাই – এই স্লোগানকে সামনে রেখে দ্রুত নিয়োগ এবং পঞ্চম শ্রেণীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ২০২২ টেট পাস ঐক্যমঞ্চ বীরভূম জেলা মঙ্গলবার সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবনে বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। মুস্তাফা কামাল বলেন, পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ আজ বেকারদের সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে বেকারদের নীরব কান্না আর হাহাকার। বিহার সরকার একসঙ্গে এক লক্ষ সত্তর হাজার শিক্ষক নিয়োগ করছে। দ্রুত নিয়োগ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে বীরভূম জেলার চল্লিশজন উপস্থিত হয়েছি স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে।

বিষ্ণুপুর ২ ব্লকে নবজোয়ারের সমর্থনে তৃণমূলের বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জুলাই দঃ শহরতলির সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর-২ ব্লকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আমতলা থেকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় পর্যন্ত এক বিশাল বাইক র‍্যালি হল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নবজোয়ারের সমর্থনে। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, বিধায়ক সওকত মোল্লা, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বিষ্ণুপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমাশ্রী বেতাল, জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্ত, র‍্যালির আহ্বায়ক অন্যতম যুব নেতা নবকুমার বেতাল প্রমুখ।

নবকুমার বেতাল বলেন, ১০ হাজার বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিষ্ণুপুর-২ ব্লকে সব আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা জিতব।

বিহারের মৃতদেহ এল কাকদ্বীপে ধন্দে মৃতের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উড়িষ্যার রেল দুর্ঘটনায় ৭দিন কেটে যাওয়ার পরেও কাকদ্বীপের একটি মৃতদেহ আসার পরেও পরিবারের লোকজন মৃতদেহ গ্রহণ করতে পারল না, উড়িষ্যার রেল দুর্ঘটনায় ৭দিন কেটে যাওয়ার পরেও কাকদীপ বিধানসভার অন্তর্গত মধুসূদনপুর ৬৪ নম্বর বুথের পাঁচ সদস্যের মধ্যে ২ সদস্য মৃত সনাতনকরণ করার পরে বাড়িতে ফিরলেও ৩ সদস্যর মৃতদেহ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিখোঁজের এক মৃতদেহ কাক দ্বীপে নিয়ে আসে বালেশ্বর এলাকা থেকে। মৃত সামসুল হুদা সেক নামে বছর তিরিশের এক যুবকের দেহ বলে জানা যায়। মৃতদেহ বাড়িতে ফিরলেও গ্রহণ করতে পারল না বাড়ির লোকজন। মৃতের বাড়ির লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে বডি ময়না তদন্ত করার সময় মৃতদেহের পোশাকের মধ্যে থেকে আধার কার্ড পাওয়া যায়। রাজা সাহানিয়া বিহারের বাসিন্দা। শুরু হয় জটিলতা মৃত শেখ শামসুল উদার বডি নয়। এই মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করে শামসুল হুদার পরিবার। অগত্যা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাতে মৃতদেহটি পুরায় পাঠিয়ে দিল উড়িষ্যার বালেশ্বর। এর পাশাপাশি পরিবারের লোকের জন্য সঙ্গে কথা বললে জানা যায় শামসুর হুদা শেখ ছাড়াও আরো দুজনের মৃতদেহ এখনো পর্যন্ত খোঁজ পায়নি, আদুল মাজিত সেক (৪৭) গিয়াসউদ্দিন সেক (৩৪), এখনো ৩জনকে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা যদিও একজনার বডি পাওয়া গেলেও সেটা আবার অন্য রাজ্যের মৃতদেহ। প্রশ্ন হচ্ছে মৃতদেহ আসার আগে সঠিক শনাক্তকরণ হচ্ছে না কেন পরিবারসহ এলাকার মানুষজন লোকজনের দাবি, বিগত সাত দিন কেটে যাওয়ার সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত মৃতদেহ কেন পাচ্ছে না? কবে পাবে? সেই আশায় পরিবারের লোকজন।

ফিরল ২ জনের দেহ, শোকাচ্ছন্ন গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের কানাইপুর গ্রামের অমরনাথ মুদির মৃতদেহ সোমবার রাতে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য আনা হয়। মৃতের দাদা সোমনাথ মুদি বলেন, ভাই চেন্নাইতে শ্রমিকের কাজে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৬ টায় ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। রাত ১১টায় খবর শুনে হৃদবাক। পরদিন ভোরে বেরিয়ে কবিগুরু এক্সপ্রেসে বর্ধমান, সেখান থেকে খড়্গপুর হয়ে পনেরোশো টাকা গাড়ি ভাড়া করে বালেশ্বর যাই। দুবরাজপুর ব্লকের পলাশবুনি গ্রামের হাজরাপাড়ার রীতা বাগদীর মৃতদেহ ফিরল রবিবার বিকালে। প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতের বাবা নিমাই বাগদী ও ছেলে বিষ্ণু বাগদী বলেন, চারমাস আগে ব্যাঙ্গালরে ফুলের বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল রীতা। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়ি ফিরছিল। মৃতের ভাই প্রসাদ বাগদী বলেন, এখানে aকাজ নেই বলে কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিল। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, জীবন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রভিশন আছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের বিষয় আছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে কন্ট্রোল রুম খুলেছি। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পলাশবুনি গ্রামে এলে নেমে আসে শোকের ছায়া, ওঠে কান্নার রোল। তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সোমবার বিকালে দুই লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী নিহত রীতা বাগদির পরিবারের হাতে তুলে দেন। বিধায়ক বলেন, মর্মান্তিক ঘটনা। নগরীর ঝোড়ো গ্রামের মহিম ডোমের একটা পা বাদ দিতে হয়েছে কটক হাসপাতালে ভর্তি।

নিহত ও নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারকে অনুদান মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার করমন্ডল এক্সপ্রেসে চেপে ক্যানিং মহকুমা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক কাজের জন্য যাচ্ছিলেন চেন্নাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু। বালেশ্বরের বাহানগায় দুর্ঘটনা ঘটে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ট্রেন দুর্ঘটনায় এপর্যন্ত ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী ব্লকে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। বাসন্তী উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ছড়ানেখালি গ্রামের হারান গায়েন (৫০), নিশিকান্ত গায়েন (৪৩), দিবাকর গায়েন (৩১), বিকাশ হালদার (২৬), সঞ্জয় হালদার (৩৩), চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগুলাখালি গ্রামের প্রভাস বৈদ্য (২৪), চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েতের মিশনবাজার মোসলেম সেখপাড়ার আবু তাহের সেখ (২৪)। গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রামের সনৎ কর্মকার (৩১) এর মৃত্যু হয়েছে। ক্যানিং ২ ব্লকে মৃত্যু হয়েছে মোসিবুর মোল্লা (১৮) নামে এক যুবকের। ক্যানিং ১ ব্লকের ইটখোলা পঞ্চায়েতের সামসুদ্দিন সরদার (৫০) ও সফিউদ্দিন সরদার (৫৩) মৃত্যু হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এপর্যন্ত ক্যানিং মহকুমা এলাকায় মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বাসন্তী ব্লকের আমড়াতলা গ্রামের সমর সরদার, গোসাবার সাতজেলিয়া গ্রামের শ্যামলী কর্মকার ও ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গা মোল্লা পাড়ার তারিফুল সরদারদের দেহ সনাক্তকরণ করার জন্য তাঁদের পরিবারের লোকজন উড়িষ্যায় রওনা দিয়েছেন।

মন্ত্রী শশী পাঁজার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল প্রথমে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গার সুখসাগর এলাকায় একটি বাড়িতে যান। ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তরফ থেকে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে নিহতদের। রাজ্যে তরফ থেকে পৃথকভাবে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও দলের তরফ থেকে নিহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হল তৃণমূল কংগ্রেস। শশী পাঁজার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল,সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা,জেলাপরিষদ সদস্য শঙ্করী মন্ডল,সুশীল সরদার,তপন সাহা এবং স্থানীয় উপপ্রধান খতিব সর্দার সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব। এদিন ক্যানিং মহকুমা এলাকার মোট ৯ টি বাড়িতে যায় প্রতিনিধি দল। প্রথমে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গা, তারপর বাসন্তীর ছড়ানেখালি ও মিশনবাজার এবং সেখান থেকে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মঠের দিঘিতে যান তাঁরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১০ জুন – ১৬ জুন, ২০২৩

হিংসা রুখতে অনলাইন কাম্য

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। গতবারের স্মৃতি পক্ষ–বিপক্ষ উভয় পক্ষই মনে রেখেছে। খবরে প্রকাশ গত বছরের রক্তপাত হিংসার ভয়ঙ্কর রূপ শুধু প্রাণহানিতে থেমে থাকেনি, ঘর ছাড়া হতে হয়েছিল বহু বিরোধী পক্ষকে। শাসকদল এবারে মনোনয়নপত্র যাতে সুষ্ঠুভাবে বিরোধীপক্ষ দিতে পারে সে ব্যাপারে তৎপর হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বাস্তবে কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে কিংবা কত কম রক্তপাত হবে সে সময়ই বলবে। পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য দীর্ঘদিন ধরে প্রায় প্রতিটা নির্বাচনে হিংসার দাপাদাপি দেখতে পাওয়া গেছে। তুলনামূলক ভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন নির্বাচনে রক্তপাত কোথাও পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক কম, কোথাও বা হিংসা শূন্য।

সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে বলে জানান হয়েছে। যদিও বিধানসভায় এমন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দাবিদার ভারতে সমস্ত কিছুই অনলাইনে চলছে। ছাত্র ভর্তি থেকে পাসপোর্ট, বেতন দেওয়া থেকে নানা ক্ষেত্রে অর্থপ্রদান করা হচ্ছে সরাসরি। অনলাইনে কেনা বেচার থেকে শুরু করে টিকিট বুকিং, হল বুকিং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অনলাইন। এমনকী আইন আদালত থেকে রাষ্ট্রনেতাদের ভার্চুয়াল মিটিং সর্বত্রই অনলাইনের জয় জয়কার। ব্যতিক্রম শুধু ভোটের ক্ষেত্রে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জনমত পরীক্ষার দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম ভারতের মতো দেশে শুধুমাত্র অর্থ ও সময়ের অপচয় নয়, মানবশক্তির অপব্যবহারও বটে। নির্বাচনগুলিতে যে পরিমাণ খরচ হয় তার সঠিক মূল্য খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। অর্থের রঙ কালো থেকে সাদা হয় কখন তা আদৌ জানা সম্ভব হয় না। বহু উন্নত দেশে রক্তপাত হীন এবং অর্থের বিপুল স্রোত ভাসিয়ে দেয় না, রুদ্ধ করে না উন্নণের গতি। এদেশের দুর্ভাগ্য, ক্ষমতা হস্তান্তরে এক অসম, অন্যায় দেশ ভাগ দেশের অখণ্ডতাকে শুধু ধ্বংস করেছে তাই নয় নানা ক্ষেত্রে হিংসা আর অনৈতিকতা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে। ব্রিটিশ কমন ওয়েলথের গোষ্ঠীভুক্ত খণ্ডিত ভারতে গণতন্ত্রের জয়টিকা বারংবার বিঘ্নিত হয়েছে ভোট রাজনীতির তীব্র রেষারেষির কারণে। দলাদলির ভিড়ে ক্রমশ হারিয়ে গেছে মূল্য বোধের রাজনীতি। জীবনের দাম কমে গেছে। সেই সঙ্গে জাতীয় স্তরের নাগরিকদের মূল্যবোধ।

আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যের সরকারি কর্মচারিদের বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠান হয় ভোট কর্মী হিসেবে। সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস বড় ভয়ঙ্কর। এক প্রিসাইডিং অফিসারের অস্বাভাবিক মৃত্যু আজও অনেকের স্মৃতিতে টাটকা। ভোটকর্মীদের ধমকানো চমকানো ক্ষেত্র বিশেষে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই অধিকাংশ সরকারী কর্মী বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকারা কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া ভোটে যেতে আপত্তি তুলেছেন। এদিকে সদ্য নিযুক্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্য পুলিশে আস্থা রাখার কথা বলেছেন। যদিও সর্বদলীয় বৈঠক ছাড়াই আগামী ৮ জুলাই এক সঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা করেছেন। সর্বস্তর থেকে দাবি ওঠা প্রয়োজন অনলাইনে ভোটের ন্যায্য ও যুগোপযোগী দাবির। অর্থক্ষয় ও রক্তক্ষয় রুখতে প্রয়োজনে সংসদে বিল এনে অনলাইনে ভোট ব্যবস্থা চালু করা হোক। আশা করা যায় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ দেবে। আগামী পঞ্চায়েত ভোট প্রয়োজনে আর একটু পিছলেও ক্ষতি নেই কিন্তু মানুষের জীবনের দাম, সহনাগরিকদের জীবনের অনিশ্চয়তা নিশ্চয় বোমা বন্দুকে অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

সুতরাং অতি কষ্ট–কালেও সাধুসঙ্গের অবহেলা হওয়া উচিৎ নয়। যে মানুষ সাধুসঙ্গের গঙ্গাজলে অবগাহন করেন, তাঁর আর তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদির কি প্রয়োজন? গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন ক'রে যিনি বিবেকবান্ ও বন্ধনবিমুক্ত হয়েছেন এমন সাধুজনই সঙ্গ করার উপযুক্ত। তাঁর উপদেশ, এমনকি আপাতঃ লঘু বাক্যও সমাদর যোগ্য। যার পক্ষে এমন সাধুজন সুলভ তার তীর্থ–পূজা–আয়োজনে কালাতিপাত নিরর্থক। মুক্তিমন্দিরের চারটি দ্বারপাল অর্থাৎ শম, বিচার, সন্তোষ এবং সাধুসঙ্গ দুঃখময় সংসার–সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সন্তোষ অপেক্ষা অধিক লাভ নেই, শম অপেক্ষা অধিক সুখ নেই, বিচারের চেয়ে অধিক জ্ঞান নেই, সাধুসঙ্গ অপেক্ষা পরম গতি আর কিছুতে হয় না। সংসার বন্ধন উচ্ছেদের জন্য এই চারটির অনুশীলন যদি কেউ করতে পারে তবে পরমার্থ লাভ কা খুবই সহজ হয়ে যায়। এর যে কোন একটির সমাদর হলে বাকী তিনটি অনায়াসে হস্তগত হয়। এই চারটির একটিও সমাদৃত না হলে দেবতার পক্ষেও মুক্তি সুদূর পরাহত। হে রাঘব। রাজা যেমন নীতিবাক্য গ্রহরে উপযুক্ত পাত্র তেমনই বিবেকী মুক্তার্থী এই জ্ঞানোপদেশের অধিকারী। তোমার মধ্যে উত্তম অধিকারীর গুণসমূহ বর্তমান, তাই তুমি আমার উপদেশ শোন। যেমন সোনার অলঙ্কার বা জলতরঙ্গ প্রকৃত বস্তু নয়, এক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তু হল যথাক্রমে স্বর্ণ ও জল, তেমনই পরিদৃশ্যমান এই জগৎ অবস্তু, প্রকৃত বস্ত হল ব্রহ্ম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আদর্শহীন রাজনীতি আর মানুষ মিলে জনগণকে ঠকাচ্ছে

নির্মল গোস্বামী

আমরা 'আদর্শ' আদর্শ করে চিৎকার করে থাকি। কিন্তু আদর্শের শব্দগত প্রকৃত অর্থ কি এবং মানুষের জীবনে তার সত্যিকারের গুরুত্ব কতটুকু এসব নিয়ে তলিয়ে ভাববার

চেষ্টা করি না। আদর্শের আভিধানিক অর্থ হল 'অনুকরণ যোগ্য শ্রেষ্ঠ বিষয়' বা নমুনা। এই শব্দিত অর্থ আমাদের জীবনে পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে কেমন ভাবে প্রভাবিত করে তা সহজে বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। তাই বোধ হয় কঠিন বস্তুকে এড়িয়ে চলতে সকলেই পছন্দ করেন এবং বর্তমানে চলছেও তাই। আদর্শকে জীবনের অঙ্গ না করেই জীবন যদি চলে যায়, তবে যাক না। তাতে কার কি ক্ষতি? আদর্শ হল এমন এক বস্তু যাকে যে জীবনে ঠাঁই দেয় তার লাভক্ষতি যতটা হয়, তার থেকে বেশি প্রভাব পড়ে পারিপার্শ্বিকতায়। আদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা এইভাবে বোঝা যেতে পারে– আমি এমন একটা জিনিস তৈরি করতে চাইছি যেটা কারিগরকে (যে তৈরি করবে) কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। কিন্তু যদি আমি তাকে ওই জিনিসটার একটা নমুনা দিতে পারি, তাহলে সে সহজেই অনেক জিনিস তৈরি করে দিতে পারবে। এইখানেই হল নমুনার গুরুত্ব। আমাদের হাতের কাছে একটা নমুনা থাকলে তাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে সেই মতো অনেক জিনিস সহজেই তৈরি করতে পারি। সমাজ তখন তার চাহিদা মতো প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে।

এবার বস্তু ছেড়ে ব্যক্তিতে আসা যাক। আদর্শের সঙ্গে চরিত্র। শব্দটা যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন তার কাজের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতম হয়ে ওঠে তখন সে নিজে আদর্শ হয়ে ওঠে সমাজের মধ্যে। সমাজের অন্যান্যরা তখন তাঁকে সামলে রেখে জীবন গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। তার ফলে সমাজ শ্রেষ্ঠ কাজের মানুষ পায়। এইভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু আদর্শ স্থানীয় মানুষের জন্ম হয়েছে, তাঁরা পাথেয় রেখে গেছেন পরবর্তী যুগের বংশধরদের জন্য।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ প্রশ্ন করে ছিলেন পথ কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলে ছিলেন যে মহাজনেরা যে পথে গেছেন তাই পথ। তখনকার দিনে মুনি ঋষিদের মহাজন বলে গণ্য করা হত। কারণ তাঁরাই ইহজীবন ও অধ্যাত্ম জীবনের সাফল্যের পথ নির্দেশ দিতেন। আধুনিক কালে আমরা তাঁদের আদর্শ পুরুষ বা নারী বলে গণ্য করি যাঁরা তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যার দ্বারা বহু মানুষ শুধু নয় সমগ্র মানব সমাজ উপকৃত হয়েছে। উপরন্তু তাঁদের জীবন সংগ্রাম পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহিত করে। আদর্শ নেতা, আদর্শ সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, মানুষ হিসাবে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পেয়েছি। শত শত আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আমরা পেয়েছি। এমনিভাবে কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বহু মানুষ আছেন। সেবার কাছে আদর্শ নারী হিসাবে আমরা নিবেদিতা, মাদার টেরিজাকে পেয়েছি। ফলে আমরা ভাগ্যবান। সমস্ত ক্ষেত্রে অনুকরণীয় যোগ্য শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা আদর্শ করে এগিয়ে যেতে পারি সহজেই।

আমাদের জীবনতরী সঠিক পথে পৌঁছাবার জন্য হাল ধরার কাজ করে আদর্শ। নৌকার হাল যদি ভেঙে যায় তাহলে সে তরী দিগভ্রষ্ট হয়ে যায়। গন্তব্যে না পৌঁছে অন্য কোথাও চলে যায়। তরতাজা উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। কংগ্রেসের তরী ভিড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাটে। বাইরন বিশ্বাসকে বিশ্বাস করে বাম কংগ্রেসের জোট এম এল এ করল। সেই বাইরন যার বিরুদ্ধে লড়াই করল তার কাছেই আত্মসমর্পণ করল। মানুষের রায়ের মাথায় পদাঘাত করল। কংগ্রেস দলের বুকে ছুরিকাঘাত করল। সর্বস্তরের মানুষ ছিঃ ছিঃ করছে। অপর দিকে বাম–কংগ্রেসের এবং বিজেপির এঁটো খাওয়া যেন তৃণমূলের স্বভাব হয়ে গেছে। আমরা জানি অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। গণতন্ত্রে যে অনেক সময় দেখা যায়। সরকার গড়ার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকলে দু একজন অন্য দলের এমএলএ, এম পি কেনা বেচা হয়। তার একটা যুক্তি থাকে। কিন্তু অত্যধিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকতে অন্য দলের নির্বাচিতদের দলে নেওয়াটা তৃণমূলের স্বভাব হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ গো–মাতার খুব সেবা যত্ন করত। একদিন এক গাভীকে ভরপেট খাইয়েছেন। কিন্তু গরুর স্বভাব হল পেট ভরা থাকলেও যা পায় তাই খায়। সেই গাভীটা দেখল সামনে একটাকলা পাতা পড়ে রয়েছে। গাভীটা সেই কলাপাতাটা খেয়ে নিল কৃষ্ণের সামনে। তখন কৃষ্ণ খুব রেগে গেলেন। বললেন তোকে এতো খাওয়ালাম, তবু এঁটো কলাপাতাটা খেতে হল। এই বলে রাগে পায়ের খড়ম খুলে গাভীর মুখে সজোরে আঘাত করলেন। সেই আঘাতের ফলে গাভীর একপাটি দাঁত খুলে পড়ে গেল। সেই থেকে গরুর এক পাটি দাঁত হল।

আদর্শহীন রাজনৈতিক দল হলে তার কি পরিণতি হয় এবং মানুষ কেমনভাবে ঠকে বাইরন তার টাটকা উদাহরণ। এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা এবং ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে অধিক ক্ষমতার লোভে একদল থেকে অন্যদলে এদের যাতায়াত সহজতর ব্যাপার। বাইরন কোনো আদর্শের টানে কংগ্রেসে যায়নি। তাই কংগ্রেস ছাড়তেও তার আদর্শহানি হয়েছে এই কথা সে মনেও করেনি। আবার এক দলের প্রতীকে জেতা এমএলএকে নিজের দলে নিতে তৃণমূলের কোন লজ্জা হয়নি। কারণ তাদেরও কোন আদর্শ নেই। তাই নীতিতে বাধে নি। অপরদিকে একদিন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব এই ললিপপ দেখানো ছাড়া আর কোন নীতিআদর্শ বিজেপির নেই। যে দলের আদর্শ নেই। তাদের নেতা কর্মীদেরও আদর্শ থাকার কথা নয়। তাই দল বদল এবং দলে নেওয়াটা অনেক স্বাভাবিক তাদের কাছে। ভারতবর্ষে বামপন্থীদের মধ্যে কিন্তু এ জিনিস দেখা যায় নি। দলগতভাবে তাদের আদর্শ চ্যুতি ঘটতে পারে। কিন্তু নেতাকর্মীদের আদর্শচ্যুতি সহজে ঘটেনি। দলও অন্য দলের নেতাদের দলে ঠাঁই দেয় নি। বামপন্থীদের নীতি হল তাদের আদর্শের কথা মানুষকে বোঝানো। এবং তার ভিত্তিতে জনসমর্থন লাভ করা। অন্য দলের এমএলএ ভাঙিয়ে দলে শক্তি বৃদ্ধি করা বামেদের আদর্শ বিরোধী। এবং তা সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী। কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল এরা মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়। কিন্তু গণতন্ত্রকে মর্যাদা দেয় না। জনমতকে সম্মান জানায় না।

আদর্শ হীন রাজনীতি সুষ্ঠু গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেশকে নিয়ে যেতে পারে না। সরকারের দিশাহীন অর্থনীতি জণগণের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কোন কাজ তারা করতে পিছপা হয় না। ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকারকেও তারা মানতে চায় না। অপরপক্ষে দেশে আদর্শহীন মানুষের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যায়। দুর্নীতির অক্টোপাশে বদ্ধ হয় নেতা থেকে কর্মী। বর্তমানে এই চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতিদিন।

দেশ দেশান্তরে

সাবধান বাণী

প্রণব গুহ

উচ্চ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং বায়ু দূষণ হ্রাস গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ে একটি অতুলনীয় ত্বরণ সৃষ্টি করেছে। ৫০ জন শীর্ষ বিজ্ঞানী গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার একটি ব্যাপক জলবায়ু বিজ্ঞান আপডেটে সতর্ক করেছেন বিশ্ববাসীকে। ২০১৩

থেকে ২০২২ পর্যন্ত, মানব–প্ররোচিত উষ্ণতা প্রতি দশকে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁরা নীতিনির্ধারকদের লক্ষ্য করে একটি সমকক্ষ–পর্যালোচিত গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। একই সময়ের মধ্যে গড় বার্ষিক নির্গমন সর্বকালের সর্বোচ্চ ৫৪ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড বা অন্যান্য গ্যাসের সমতুল্য – প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৭০০ টন।

বিশ্ব নেতারা এই বছরের শেষের দিকে দুবাইতে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে নতুন তথ্যের মুখোমুখি হবেন, যেখানে জাতিসংঘের আলোচনায় একটি গ্লোবাল স্টকটেক ২০১৫ প্যারিস চুক্তির তাপমাত্রা লক্ষ্যগুলির দিকে অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে। প্যারিস চুক্তির আরও উচ্চাভিলাষী ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস লক্ষ্যের অধীনে বৈশ্বিক উষ্ণতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য অনুসন্ধানগুলি দরজা বন্ধ করবে বলে মনে হবে, যা দীর্ঘকাল ধরে একটি অপেক্ষাকৃত জলবায়ু–নিরাপদ বিশ্বের জন্য একটি গার্ড রেল হিসাবে চিহ্নিত।

লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফরস্টার এবং সহকর্মীদের মতে, জাতিসংঘের জলবায়ু বিজ্ঞান উপদেষ্টা সংস্থা, আন্তঃসরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) ২০২১ সালের সবচেয়ে সাম্প্রতিক বেঞ্চমার্ক রিপোর্টের জন্য ডেটা সংগ্রহ করার পর থেকে কার্বন বাজেট অর্ধেকে সঙ্কুচিত হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই আইপিসিসির মূল অবদানকারী ছিলেন।

কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং বেশিরভাগ জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর মাধ্যমে উষ্ণায়নের নির্গমন অবশ্যই ২৫০ বিলিয়ন টনের বেশি হওয়া উচিত নয়। দুই–তৃতীয়াংশ বা চার–পঞ্চমাংশের মত প্রতিকূলতা উন্নত করলে সেই কার্বন ভাতা যথাক্রমে মাত্র ১৫০ এবং ১০০ বিলিয়ন টন কমে যাবে। বর্তমান নির্গমন হার দুই বা তিন বছরের লাইফলাইন।

সমস্ত উৎস থেকে কণা দূষণ উষ্ণতাকে প্রায় অর্ধ–ডিগ্রী সেলসিয়াস দ্বারা স্যাঁতসেঁতে করে, যার মানে – অন্তত স্বল্পমেয়াদে – বায়ু পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে সেই তাপের বেশির ভাগ গ্রহের পৃষ্ঠে পৌঁছাবে।

পিয়ার–রিভিউড জার্নাল আর্থ সিস্টেম সায়েন্স ডেটাতে প্রকাশিত, নতুন গবেষণাটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের একটি সিরিজের প্রথম যা ১৯৮৮ সাল থেকে গড়ে প্রতি ছয় বছরে প্রকাশিত আইপিসিসি রিপোর্টগুলির মধ্যে ফাঁক পূরণ করতে সাহায্য করবে।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের মূল সূচকগুলির একটি বার্ষিক আপডেট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং দেশগুলিকে আলোচ্যসূচির শীর্ষে জলবায়ু পরিবর্তন সঙ্কট মোকাবিলার গুরুত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বলেছেন পরিবেশ মন্ত্রী এবং বিজ্ঞানী মাইসা রোজাস কোরাডি। ২০২১ আইপিসিসি রিপোর্টের সহ–সভাপতি ভ্যালেরি ম্যাসন–ডেলমোট বলেছেন, যে নতুন ডেটা শীর্ষ সম্মেলনের আগে এটি আলোচনার মূল বিষয় হওয়া উচিত। জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকির বৃদ্ধি সীমিত করার জন্য জলবায়ু কর্মের গতি এবং মাত্রা যথেষ্ট নয় বলে তিনি বলেন। গবেষকরা ২০০০ সাল থেকে সমুদ্র বাদে – স্থল অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি চমকপ্রদ বৃদ্ধির কথাও জানিয়েছেন। সমীক্ষা বলছে, সহস্রাব্দের প্রথম দশকের (১.২২সি) তুলনায় গত দশ বছরে জমির গড় বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অর্ধেক ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি (প্রাক–শিল্পের অবস্থার উপরে ১.৭২সি বেশি) উষ্ণ হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিষুব রেখার উপর বিস্তৃত এলাকাগুলির সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে দীর্ঘ এবং আরও তীব্র তাপপ্রবাহ আগামী দশকগুলিতে জীবন ও মৃত্যুর হুমকি তৈরি করবে।

আদি গঙ্গার তীরে মা করুণাময়ী

মা করুণাময়ী কালী মন্দিরকে ঘিরে নানান অলৌকিক ঘটনা এবং জনশ্রুতি রয়েছে। মন্দির গড়ে ওঠার পেছনে যে ঘটনাবহুল কাহিনি রয়েছে। তা ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে জানাচ্ছেন **নির্মল বিশ্বাস**

আজ থেকে কয়েক বছর আগের কথা। সময়টা ছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। তখন গৌড়ের রাজা আদিশূর বা জয়ন্ত। তিনি এক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের অন্যতম হলেন মহর্ষি সাবর্ণের গোত্রভুক্ত পণ্ডিত বেদগর্ভ। মহারাজ আদিশূর বেদগর্ভকে ব্রহ্মশাসন দান করে। তিনিই বর্তমান মালদহ জেলার বটগ্রামে (লাটরি) নিষ্কর জমি প্রদান করেন। ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের রাজা ধর্মপালের অধিকারে আসার পরেই বেদগর্ভ চলে এলেন রাঢ় বাংলায়। তখনও পর্যন্ত বেদগর্ভের সঙ্গে আদিশূরের সম্পর্ক অটুট ছিল। বেদগর্ভের পুত্র হলায়ূধ বর্ধমানের গাঙ্গুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। গাঙ্গুরে বসবাস করার সূত্রেই গাঙ্গুলি পদবিতে পরিচিত হন। বেদগর্ভের অধস্তন একাদশ পুরুষ এক সময় কুলপতি সেন রাজাদের অনুগামী হন।

ঊনবিংশতি তম পুরুষ পঞ্চানন ছিলেন পাঠান রাজদরবারের বিশ্বস্ত কর্মচারি। দিল্লির তরফে তিনি খাঁ পদবি পান। একবিংশতি তম পুরুষ কামদেব ছিলেন একজন সংসারি হয়েও সাধক পুরুষ। মহারাজ মান সিংহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয় ১৫৭০ সালে। ইনি সংস্কৃত সহ বাংলা ও পারসিক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনিও ছিলেন নবাব সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি। মহারাজ মান সিংহের সুপারিশে মোঘল রাজদরবার থেকে তিনি মজুমদার ও রায়চৌধুরি উপাধি পেয়ে লক্ষ্মীকান্ত হয়ে গেলেন হাবিলি শহর বা অধুনা হালিশহরের জমিদার। ওই সময়ে কলকাতাও ছিল লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার রায়চৌধুরির জমিদারের অধীন। এই লক্ষ্মীকান্তের পুত্র গৌরী রায় ১৬৪৫ সালে কলকাতার কাছে বর্তমান নিমতায় এসে বসবাস শুরু করেন। গৌরী রায়ের দুই পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমন্তের পুত্র কেশবরাম ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে নিমতার পাট চুকিয়ে তিনি মাগুরা পরগনার বরিশা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন।

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির নবাব আওরঙ্গজেব কেশবরামকে রায়চৌধুরি উপাধি প্রদান করেন। ওই সময় কালীঘাটে প্রচুর তীর্থযাত্রী ও ভক্ত সমাগম হতে শুরু করে। তখন তীর্থযাত্রা ও ভক্তদের সুবিধার্থে কেশবরাম কালীঘাটের মন্দির থেকে আদি গঙ্গারঘাট পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। কেশবরামের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব রায়চৌধুরির একমাত্র পুত্র নন্দদুলালের জন্ম হয় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বিবাহের পরবর্তী সময়ে নন্দদুলাল পুরোনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর নন্দলালের এক কাকা ছিলেন কেশবরাম রায়চৌধুরি। কেশবরামের চতুর্থ পুত্র শিবদেব বহু অর্থ ব্যয় করে প্রথম কালীঘাট কালী মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। শিবদেবের উত্তরসূরি রাজিবলোচন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির তৈরি শেষ করেন। পরবর্তীকালে শিবদেব সন্তোষরাম রায়চৌধুরি নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

নন্দদুলালের তিন পুত্র ও এক কন্যা। এঁরা হলেন রাঘবেন্দ্র, রামচরণ ও জগন্নাথ আর করুণাময়ী। নন্দদুলাল ছিলেন গৃহী

ইতিহাসের পাতা থেকে

সাধক। প্রথম থেকেই তিনি মা কালীর সাধনায় ব্রতী হয়। তিনি কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভও করেন। বর্তমানে টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী মন্দির ও বিগ্রহ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। আমরা এখন সে কাহিনিতে ফিরে যাচ্ছি।

সময়টা ছিল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ। শীতকালের এক পড়ন্ত বেলা। আদি গঙ্গার বুকে তখন প্রবল ঢেউ। আর সেই ঢেউ ঠেলে এগিয়ে চলেছে একখানি বজরা। ছপছপ দাড় টানছে মাঝিমাল্লারা। তাদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছোতে হবে কলকাতায়।

হাল ধরে থাকা মাঝি হঠাৎই আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আর কোনও চিন্তার কারণ নেই মা ঠাকরুণ! এই তো আমরা বড়শে পৌঁছে গেছি। সাঁঝের আগেই আমরা পৌঁছে যাবো কলকাতায়।' সেই সময় আদি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জনপদ বেশ প্রাচীন। আর যাকে উদ্দেশ্য করে মাঝির এই উচ্চ স্বরে চিৎকার সেই মা ঠাকুরুণ আর কেউ নন, স্বয়ং রানি রাসমণি! তিনি গিয়েছিলেন বিপদ সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গঙ্গাসাগরে গঙ্গাস্নান করতে। পুণ্য স্নান করতে। তাছাড়া হঠাৎ রানিমা দূরে একটি মন্দির দেখতে পেলেন। রানিমার আদেশে ওই স্থানে বজরা নোঙর করল মাঝি–মাল্লারা। বজরায় বসেই কৌতূহল দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন রানি রাসমণি। তিনি দেখলেন অদূর মহাশ্মশান! মন্দিরের এক ধারে অসংখ্য ধূনি। বেশ বোঝা যায়, অন্ধকার নেমে এলেই সাধু–সন্ন্যাসীরা এখানে এসে বসেন তন্ত্র সাধনা করতে। রানিমা এই সুন্দর পরিবেশ ও মন্দিরটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আদি গঙ্গার তীরে এমন সুন্দর মন্দিরটি বানালেন কে?

মা করুণাময়ীর যে নবরত্ন মন্দিরটি রানিমা সেদিন দেখেছিলেন। সেই মন্দিরের আদলে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরটি নির্মাণ করার নকসা তৈরি করান রানিমা। তবে টালিগঞ্জের মা করুণাময়ী যে মন্দিরটি দেখা যায় তা পড়ে নতুন গড়া হয়েছে। রানিমা যে মন্দিরটি দেখেছিলেন আজ আর নেই। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখনকার মন্দিরটিতে সেদিনের সেই কষ্টিপাথরে খোদাই করা আসল মূর্তি। এই দেবী মূর্তিটি নন্দদুলালের প্রতিষ্ঠিত। সেই আদি মূর্তি মা করুণাময়ী (কালীমূর্তি) মূর্তিটি আজও রয়েছে।

নন্দদুলালের এই মন্দির গড়া ও কষ্টিপাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পেছনে সুন্দর এক রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনি রয়েছে। সে কাহিনিতে ফিরে যাচ্ছি। নন্দদুলালের তিন পুত্র সন্তানের পিতা হলেও কালী সাধক নন্দদুলালের একন্ত ইচ্ছা ছিল একটি কন্যা সন্তান লাভের। তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করে ঘর আলো করে জন্ম নিল এক কন্যা সন্তান। কালী সাধক নন্দদুলাল কালী মায়ের করুণায় লাভ করা এক কন্যা সন্তান। এই কন্যা সন্তানের নামকরণ করেন করুণাময়ী। কিন্তু কপালে সুখ সইল না নন্দদুলালের। মাত্র সাত বছর বয়সে কন্যা করুণাময়ীর অকাল মৃত্যু ঘটে।

কন্যাহারা পিতা নন্দদুলালের জীবন হয়ে ওঠে বেদনাময়। কী করবেন তিনি কোনো কুল–কিনারা ভেবে পান না। অবশেষে নন্দদুলাল শান্তির খোঁজে তীর্থভ্রমণে যাবেন ভেবে মনস্থির করেন। তখন একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন। করুণাময়ী তাঁকে বলছে, 'বাবা তুমি অকারণ আমার জন্য আর কেঁদ না। আমি কোনোদিনই তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। তুমি এক কাজ কর কাল ভোরে আদি গঙ্গার ঘাটে যেও, সেখানে যে বটবৃক্ষটি আছে। তার নীচে একখণ্ড কষ্টিপাথর পাবে। সেই কষ্টিপাথরে তোমার ইষ্ট দেবতার মূর্তি গড়বে ও একটি সুন্দর মন্দির গড়ে তুলবে।

পাঠকের কলমে

কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি

হাওড়া–তারকেশ্বর– গোঘাট ট্রেন লাইনে শেওড়াফুলির পরেই ব্যস্ত স্টেশনগুলির মধ্যে সিঙ্গুর অন্যতম। প্রতিদিন এই স্টেশন থেকে কয়েক হাজার মানুষ আপ–ডাউন লাইনে ট্রেন ধরে গন্তব্যে যান। কিন্তু এই ব্যস্ত স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশের লাইনে দীর্ঘদিন এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে থাকায় স্টেশনে যেতে এবং স্টেশন থেকে ফিরতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিকরা যাঁরা ওভারব্রিজ ব্যবহার করতে অক্ষম, তাঁদের সমস্যা বেশি। পূর্ব রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, আদর্শ যাত্রী পরিষেবার স্বার্থে অবিলম্বে স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক্সপ্রেসটি সরিয়ে নেওয়া হোক।

তথ্য : সুকদেব ঘোষ
সিঙ্গুর, হুগলি

অটো, টোটো এবং যত্রতত্র পার্কিংয়ে ভেঙে পড়ছে ট্রাফিক ব্যবস্থা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসত রেল স্টেশনের পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে দু'দুটো জাতীয় সড়ক বয়ে গিয়েছে। পূর্ব প্রান্ত দিয়ে যথাক্রমে ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোড ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে গিয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কৃষ্ণনগর রোড। এছাড়াও বারাসত চাঁপাডালি মোড় থেকে দুটো রাজ্য সড়কের একটি টাকি রোড, সেটি যশোর রোড থকে সোজা পূর্বদিকে বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদ। অন্যটি বারাসত–বারাকপুর রোড। সেটি পশ্চিম দিকে কৃষ্ণনগর রোডের হেলা বটতলা মোড় থেকে সোজা পশ্চিম দিকে বারাকপুর কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালিত হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই কর্মসূচিও যেমন আটাকাতে পারছে না ট্রাফিক জ্যাম, তেমনই প্রায়শঃই ঘটে চলা দুর্ঘটনা ও জীবনহানি। বিশেষ করে বারাসতের কলোনি মোড় ও হেলা বটতলার ট্রাফিক ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করল সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া আরও একটি দুর্ঘটনা। এদিন সন্ধ্যায় কলোনি মোড়ে লরি ও মোটর ভ্যানের সঙ্ঘর্ষ ঘটে। যদিও পথ চলতি মানুষের তৎপরতায় এড়ানো গিয়েছে বড় সড় দুর্ঘটনা। সাধারণ পথচারীদের অভিযোগ, কলোনি মোড় ও হেলা বটতলায় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। জাতীয় সড়কের উপর গুরুত্বপূর্ণ এই মোড়ে কিভাবে অটো ও টোটো স্ট্যান্ড রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা। এদিনের দুর্ঘটনার প্রাণহানি না ঘটলেও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর সরকার বলেন, 'কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার বিনিময়ে ভুঁই ফোঁড়ের মতো টোটো এবং অটো স্ট্যান্ড গজিয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী বারাসত পুরসভা ও প্রশাসন।

বারাসতের রাস্তায় বেরোলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে।' জনৈক পবন ঢালি বলেন, 'হাইওয়েতে কি করে মোটর ভ্যান, টোটো চলে? ভিআইপি রোডেও দেখা যাচ্ছে টোটো, মোটর ভ্যান।' পৌলমী দাস বলেন, 'কিছুদিন আগেই একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমি বাঁচলাম। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রশাসন সাময়িক নড়েচড়ে বসে। পরে আবার যে কে সেই।' স্থানীয় বাসিন্দা অভিষেক চক্রবর্তী বলেন 'সাধারণতঃ বড় গাড়ির দোষ কম থাকে। টোটো, অটো, মোটরভ্যান এরা খুব বাজে ভাবে চলে।' সৌগত পাল বলেন, 'রাস্তার উপর অটো টোটোর উপদ্রবে ভোগান্তর শিকার হন সাধারণ মানুষ।' রবি করের প্রশ্ন, 'টোটোর কোনও কাগজপত্র নেই। কেউ মারা গেলে তার দায়ভার নেবে কে?' বিল্বমঙ্গল পাল বলেন, 'পুলিশকেই পাত্তা দেয়না অটো ও টোটো চালকরা।' বারাসত পুশিও জেলার ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'অটো তো অনেকদিন ধরে জ্যামের অন্যতম কারণ ছিলই। তার উপর এখন টোটোর বাড়বাড়ন্ত ট্রাফিক সমস্যার পালে হাওয়া দিয়েছে। এর কার্যত ট্রাফিক নিয়ম–নীতি বড় একটা কেয়ার করেনা। প্রধানত সমস্যাটা এখানেই। এছাড়াও যানজটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যথেচ্ছ পার্কিং ব্যবস্থা।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারাসত শহরজুড়ে জাতীয় সড়ক দুটিকে সম্প্রসারিত করে ফোর লেনের ব্যবস্থা করার কাজ চলছে। কিন্তু ডাকবাংলো থেকে চাঁপাডালি ও কলোনি মোড়, হেলা বটতলা এই অংশগুলি নিতান্ত সংকীর্ণ। কারণ এইসব জায়গায় রাস্তার পাশ্ববর্তী স্পেস তুলনামূলকভাবে কম। ফলে এসব জায়গায় যথেচ্ছভাবে পার্কিংটাও সমস্যা সৃষ্টি করে। বারাসত শহরকে যানজট মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বারাসত পুরসভায় পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুরসভার পক্ষ থেকে আমরা গাড়ি পার্কিং ফি নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এতে যত্রতত্র পার্কিং করার প্রবণতা যেমন কমবে, তেমনই কিছু বেকার ছেলেদের আয়েরও সংস্থান তৈরি হবে।'

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

কালো আম চাষ করা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিন অনেক আমের নাম শুনেছেন, খেয়েও দেখেছেন। কিন্তু কখনও কালো আম দেখেছেন বাজারে? হ্যাঁ কালো আমও হয়। বাজারে বেশ দুর্লভ এই আম। কিন্তু স্বাদে এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর এই আম। এর নাম ব্ল্যাক স্টোন।

এই কালো আম খুব অল্প সময়ে মানুষের হৃদয়ে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। যত মানুষ এর স্বাদ নিয়েছে, তারা সবাই এই কালো আমের প্রেমে পড়েছে। তাই আসুন আজকের এই প্রবন্ধে ব্ল্যাক স্টোন আম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এর চাষাবাদ প্রায় সাধারণ আমের মতোই। এখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই আমটি যদি কালো হয় তবে এর গাছটি কেমন হবে। এর উদ্ভিদও কালো রঙের এবং এতে আসা পাতাগুলিও কালো রঙের। এর পাতা সাধারণ আম গাছের মতোই চওড়া ও লম্বা। এই গাছের আরও যত্ন নিতে হবে কারণ এতে রোগ এবং কীটপতঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কালো আমের গাছে ফল ধরতে ৫ থেকে ৬ বছর সময় লাগে। তবে এমন কিছু জাতও আছে, যেগুলোতে ফল আসে ১ থেকে ২ বছরে। কৃষক ভাইরা সহজেই এর একটি গাছ থেকে প্রায় ১৫ কেজি আমের ফলন পেতে পারেন।

বাজার থেকে এর চারা কিনে বাড়ির পাত্রে চাষ করতে পারেন। আপনার বাজেট অনুযায়ী কালো আমের চারা বাজারে সহজেই পাওয়া যাবে। আপনি যদি এটি বাজারে না পান তবে আপনি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে এর গাছপালা কিনতে পারেন।

মীশো: https://www.meesho.com/black-stone-mango-plant/p/224rhm

PU উদ্ভিদ মহাবিশ্ব: https://plantuniverse.in/product/black-stone-mango-plants/

আমাজন : https://www.amazon.in/Paradise-Garden-Exotic-Blackstone-Leaves/dp/B07ZXG5XZ9 সাধারণ আমের তুলনায় কালো আমে চিনির পরিমাণ ৭৫ শতাংশ কম পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও এটি খুবই উপকারী। এতে অনেক ধরনের ঔষধি গুণ পাওয়া যায়। এটি পরিমাণ মতো খেলে ডায়াবেটিসের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এমনও বলা হয় যে এই কালো আম খেলে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কালো আলু চাষ করে তাক লাগালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধান, গম আলু, পেঁয়াজ বর্তমানে কৃষকরা আর এই গতানুগতিক চাষে সীমাবদ্ধ নেই। তারাও এখন অন্যদিকে চাষের দিকে ঝুঁকছে। নতুন কিছু চাষ করে তারাও আসছে শিরোনামে। সম্প্রতি বিহারের নাম উজ্জ্বল করল এক কৃষক। কালো আলু চাষ করে তাক লাগালেন সকলকে। পরীক্ষামূলকভাবে চাষের পর কালো আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। নিউজ ১৮ হিন্দি এর সংবাদ অনুসারে সিওয়ান জেলার গোরিয়াকোঠি ব্লকের কারপালিয়ার বাসিন্দা কৃষক সুরেশ প্রসাদ প্রায় ২ একর জমিতে এক কুইন্টাল বীজ দিয়ে চাষ শুরু করেছিলেন। কালো আলুও প্রস্তুত করেছেন কৃষক। ওই কৃষক ১২০ দিন পর ১২ কুইন্টাল কালো আলু সংগ্রহ করেছেন। এই

চাষের জন্য বেগুসরাই থেকে বীজ কেনেন এবং সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে আলু চাষ করেন এই কৃষক। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র বিহারের নির্বাচিত জেলাগুলিতেই কালো আলু উৎপাদিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও কালো আলু বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি দরে। তবে সুরেশ প্রসাদ বিক্রি করছেন মাত্র ৫০ টাকা কেজি দরে। তিনি এ পর্যন্ত ১০ কুইন্টালের বেশি আলু বিক্রি করেছেন। তিনি জানান এখন কম টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে কারণ সাধারণ মানুষ এই আলু সম্পর্কে এতটা জানেনা। কিন্তু আর কিছুদিন পর থেকে এই কালো আলুর বাজারমুল্য বাড়বে। কৃষক সুরেশ প্রসাদ জানান এইবার প্রথম তিনি কালো আলু চাষ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু কৃষক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বীজ কেনার জন্যও। তিনি যতটা সম্ভব বীজ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি তার ইচ্ছা এবার বড় পরিসরে কালো আলু চাষ করবেন তিনি।

কালো আলু সাধারণত আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলের আন্দিজ শহরে চাষ করা হয়। এই আলু সর্বত্র প্রচলিত নয়। সীমিত এলাকায় এর ফসল কাটা হয়। তবে এবার বিহারের সিওয়ানে ট্রায়াল হিসেবে তার চাষ শুরু হয়েছে। প্রথমবারের মতোই উৎপাদনে অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন এক একরে কালো আলু চাষের প্রস্তুতি চলছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় চন্দননগরে গ্রীন ব্যাঙ্ক চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান, নির্মল পরিবেশ যদি চান অনেক বেশি গাছ লাগান– বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা। তবে

শুধু গাছ লাগানো নয়, প্রচারের উদ্দেশ্যে চন্দননগর পৌরনিগম এবং চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি মিলিত উদ্যোগে সোমবার সকালে দিনটি পালন করা হয় এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করে। তাদের ফেস্টুন ছিল, পুকুর বোজানো বন্ধ করুন, এমনকী গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি করছেন। ২০২৩ –এ রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্লাস্টিক বর্জনের আবেদন জানায়। এদিন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী রবীন্দ্রভবনের সামনে হলুদ পলাশ গাছ লাগান। পাশাপাশি এদিন মেয়র ফটকগোড়া এলাকায় সংস্থার গ্রীন ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করলেন। ২০০১ সালে চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ স্যানালের হাত ধরে। সংস্থার সম্পাদক বাপন মুখার্জী বলেন, এখানে সারাবছর পাশ্ববর্তী লোকালয়গুলিতে সাধারণ মানুষকে বিলি করা হবে। লাল পলাশ, বড় পাতার মেহগনি, মহুয়া, জারুল, নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি গাছ। তিনি নবীন যুবকদের প্রতি সাদরে আহ্বান করেছেন এখানে আসার জন্য। এখন বেশিরভাগই বর্ষীয়ান সদস্য রয়েছেন।

কাজের টাকা বন্ধ তাই যুবকরা ভিন রাজ্যে : বিমান

জাহেদ মিস্ত্রী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের কাছে দলের তরফ থেকে দু লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুরের ধপধপিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত বছর একুশের সৌরভ রায়ের পরিবারের হাতে দু লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক বিমান বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন

বারুইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম দাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। এদিন মৃত সৌরভ রায়ের মা ও বাবার সাথে কথা বলেন অধ্যক্ষ। পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ভিন রাজ্যে এখান থেকে যেমন জীবিকার জন্য বহু মানুষ যান, সেরকমই ভিন রাজ্য থেকেও প্রচুর মানুষ এই রাজ্যে আসেন জীবিকার জন্য। এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব আছে বিরোধীদের এই অভিযোগ তিনি মানতে চাননি। পাল্টা তিনি ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করায় বহু মানুষ এ রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

দুর্ঘটনা গ্রস্ত পরিবারের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রাম থেকে একই পরিবারের চারজন অন্ধ্রপ্রদেশে যাচ্ছিলেন ধান রোয়ার কাজ করতে। বালেশ্বরের কাছে করমন্ডল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সাতজেলিয়ার কর্মকার পরিবারের সনৎ কর্মকার, রণজিৎ কর্মকার, কবিতা ও শ্যামলী কর্মকার করমন্ডল এক্সপ্রেসে ছিলেন। দুর্ঘটনার মৃত্যু হয় সনতের। এছাড়াও কর্মকার বাড়ির গৃহবধু শ্যামলীর কোন হদিশ মেলেনি। অপর দুজন মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সাতজেলিয়ার কর্মকার পরিবার শেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল।রবিবার সকালে বিধায়ক প্রথমে গোসাবার সাতজেলিয়ার মৃত সনৎ কর্মকারের বাড়িতে যান।সেখানে সনতের ছেলে মেয়ের হাতে চালডাল নগদ ২৫ হাজার টাকা তুলে দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক। পরে দুর্ঘটনায় আহত গদাধর সরদার, নিখোঁজ

আজও নিখোঁজ শ্যামলী কর্মকার

সুকুমার সরদার সহ অন্যান্য আহত পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়ে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য শুক্রবার ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গোসাবা ব্লকের বহু পরিযায়ী শ্রমিক। ইতিমধ্যে অধিকাংশ শ্রমিকের খোঁজ মিললেও এখনও সাতজেলিয়ার শ্যামলি কর্মকার, সুকুমার সরদার, মোল্লাখালির মন্টু মন্ডলের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ সনাক্ত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে সনৎ কর্মকারের মৃত দেহ বাড়িতে আনা হচ্ছে। সনৎ কর্মকারের স্ত্রী শ্যামলী ও নিখোঁজ থাকায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার সহ প্রতিবেশিরা।

না পুনরুত্থান

প্রথম পাতার পর

মুখ্যসচিব হিসাবে যা পারেননি এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে বাংলার মাটিতে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন অভিজ্ঞ আমলা রাজীব সিনহা? যদি পারেন তা হবে বাঙালির জন্য এই দশকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অশান্তির অভিযোগের আঙ্গুল যার দিকে সেই শাসকদলের সম্পাদক কিন্তু ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে তারা বদ্ধপরিকর। বিরোধীরাও বুক বাঁধছে এই আশাতেই। তবু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় ঘর পোড়া বাঙালি। ক্রমশঃ সমর্থন ক্ষয়ে আসা বামেরাও বার বার এই আশা দিয়ে নির্বাচনে নামিয়েছে বাঙালিকে। কিন্তু রক্তপাতহীন থাকেনি সে সব নির্বাচন। বুথে ঢুকে, এজেন্ট ঠেঙিয়ে, ছাপ্পা মেরে শাসক বজায় রেখেছে তার ক্ষমতা। পরিবর্তনের পর বাঙালি ভেবেছিলো অন্য কিছু হবে। হয়েছে, তবে সে আরও ভয়ঙ্কর। বুথ তো দূরে থাক, মনোনয়নেই হাড় হিম করা সন্ত্রাস দেখিয়েছে ২০১৮র পঞ্চায়েত নির্বাচন। অবশ্য ২০১৯এর লোকসভা নির্বাচনে হাতেনাতে তার ফল পেয়েছে বর্তমান শাসক। তবে ক্ষমতা দখল যেখানে মুখ্য সেখানে অতীতের শিক্ষা কাজ করে না। তাই প্রশ্নটা থেকেই যায়, এবার ভোট সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি না গণতন্ত্রের পুনরুত্থান?

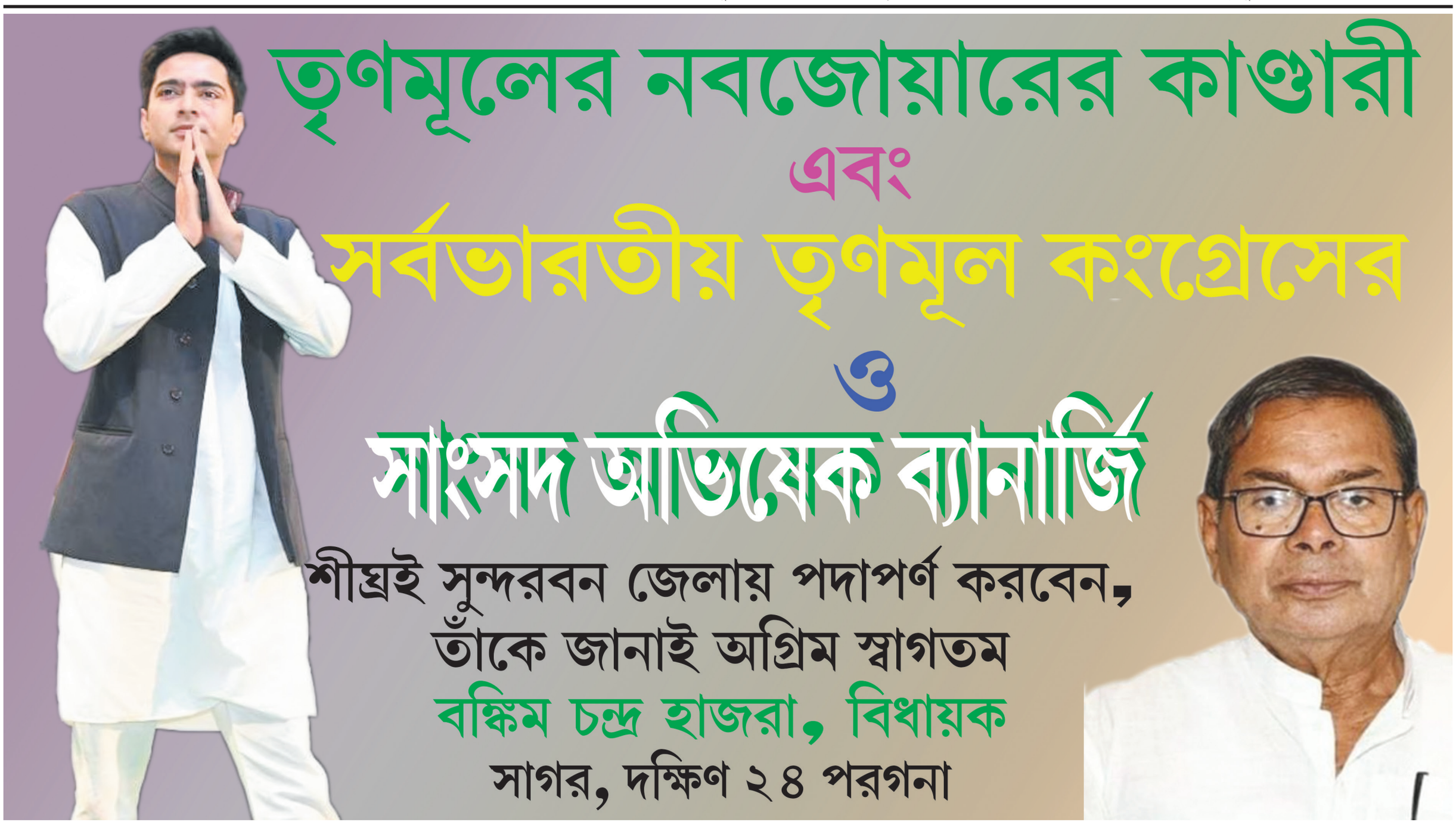

মহানগরে

‘ছোটো মুখে বড়ো কথা’

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন ‘ছোটো মুখে বড়ো কথা’। সমগ্র বিশ্বে যখন পরিবেশবান্ধব বা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ রক্ষার জন্য একের পর এক নানান প্রাকৃতিক যুক্তিকে খাড়া করে যাচ্ছেন বা হদিশ করে বেড়াচ্ছেন। ঠিক সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের মতো একটা বিষাক্ত অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিককে দায়ী করছেন। কেবলমাত্র দায়ী করেননি। তার ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার একটা প্রয়াস সারা পৃথিবী জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সেটি ছোটো হলেও একটা ছবি আমাদের ক্যামেরায় ধরে পড়লো। গত ৫ জুন

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাগবাজার ঘাটে। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট এডুকেশনের উদ্যোগে বেহালা গার্লস হাই স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রী এই উদ্যোগকে সফল করতে ঘাটটি থেকে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিক দ্রব্যসহ বেশ কিছু সাফাইয়ের কাজে অংশগ্রহণ করেন। যদিও এদিনেই কলকাতা শহরের দক্ষিণ–পশ্চিমে ডায়মন্ড হারবার রোডে বেহালা থানার পাশে প্লাস্টিকের যত্রতত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচার চালানো হয়। এরই পাশাপাশি অব্যবহৃত কাপড়ের তৈরি বেশ কিছু ব্যাগ স্কুলের ছাত্রীদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয় বলে জানান বেহালা গার্লস হাই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা ড. কাবেরী চট্টোপাধ্যায়।

এবার সামাজিক সংগঠনও সামিল হচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জে। সামাজিক স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস। চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি অনিকেত তালাকি, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার অতিরিক্ত সভাপতি রচনা ভুসারি সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। ভারতে প্রায় ৩৪ লক্ষ সামাজিক সংগঠন রয়েছে। তারা এই স্টক এক্সচেঞ্জে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

স্টেট ব্যাঙ্কের ঋণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ট্রাম ডিপো স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বেহালার শাখায় এক অভিনব ব্যবসায়ী সম্মেলন এক ঋণ প্রকল্প অনুষ্ঠান হয়। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কিভাবে লোন পেতে পারে সে নিয়ে এক আলোচনা হয়। এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ ম্যানেজার বেহালা বাঞ্চের চিরঞ্জিত চ্যাটার্জী এবং রিজিনাল ম্যানেজার অভ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, চিফ ম্যানেজার সেলস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট জাবেদ আলী। ক্রেতাদের মধ্যে ছিলেন সাউথ সুরবান ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন মিস্টার অরুণ ঘোষ, মলয় মুখার্জি, স্বপন রায়, ভানু দাস প্রসেনজিৎ ভৌমিক, শেখর ঘোষ এবং এফ টি ও পি এর বাপি দাস মজুমদার এবং অমিতাভ ব্যানার্জি। এদিন ঋণ মেলা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। **ছবি : অরুন লোধ**

পৌরসংস্থাকে দানের জমি অসাধুদের দখলে

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌর এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী জমির মালিকের থেকে জমির সম্মুখ ভাগের জমি সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে পৌরসংস্থাও বাড়ির অতিরিক্ত উচ্চতা(ফ্লোর এরিয়া রেশিও) অনুমোদন করে অথবা জমির সম্মুখ ভাগের রাস্তা যদি ৩.৫ মিটারের কম হয়, তাহলে পৌরসংস্থা বাধ্যতামূলকভাবে জমি সংগ্রহ করে, বাড়ির সম্মুখ ভাগের রাস্তাটি ৩.৫ মিটার প্রশস্ত করে থাকে। কিন্তু ত্রুটি হল পৌরসংস্থার বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সু যোগাযোগ না থাকার কারণে জমির মালিক জমিটি পৌরসংস্থাকে সরকারিরূপে দান করলেও সেটি পৌরসংস্থা সংগ্রহ করে না। আর এর ফলেই কলকাতার বিভিন্ন পাড়ার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে উঠতে পারছে না।

প্রস্তাব : জমির মালিকের থেকে দান করা জমি সংগ্রহ করার জন্য এবং রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য কিংবা চওড়া করার জন্য পৌরসংস্থার বিল্ডিং, সার্ভে অ্যান্ড বরো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে’র মধ্যে সু–যোগাযোগ

ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে জবাবি বক্তব্যে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা যে প্রস্তাবটি করেছেন সেটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এটা একটা অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। এটা কেবলমাত্র বিজয় ওঝার একার সমস্যা নয়। ওনার যে কমপ্লেন, সেই কমপ্লেন আমার ওয়ার্ডে আমারও আছে। সাধারণত সার্ভে ডিপার্টমেন্ট থেকে বাড়ির মালিক এই গিফটটা নেয়। তারপর এই গিফটটা হয়েছে কি না বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে জানায়। আর বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট এটা নিয়ে সে অনুযায়ী তার সমানে কতটা ওপেন স্পেশ আছে সে অনুযায়ী একটা ইন্সপেকশন করে। কিন্তু এটা ঠিক যে এর আগে ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ের অভাবে কলকাতা পৌরসংস্থার একটা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আরেকটা ডিপার্টমেন্টের দীর্ঘদিন ধরেই এই সিস্টেমটি চলে এসেছে। সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় যারা অসাধু, প্ল্যানটা দিল, আবার জমিটাও দিল। এটা শুধু ওনার ওয়ার্ডে নয়। আমার ওয়ার্ডের চেতলা রোডে এরকম অনেক গুলি বাড়ি হয়েছে।

সেজন্য আমি মহানাগরিক হওয়ার পর যেটা করেছি, সেটা হল যে, এই বাড়িগুলিকে যতক্ষণ না ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সার্টিফায়েড করবে। যে বাড়িটা হয়ে গেছে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট’(সি সি) তখন সে পাবে। আরেকটা বিষয় হল, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট, সার্ভে ডিপার্টমেন্ট আর সিভিল ডিপার্টমেন্টকে সোজাসুজি নির্দেশ দিয়েছি যে, জমি যেই মাত্র দানপত্র নেবে সঙ্গে সঙ্গে সিভিল ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে। এবং প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে সিভিল ডিপার্টমেন্টকে রাস্তাটাকে চওড়া করার উদ্যোগ নিতে হবে। এবং প্রত্যেকটা পৌরপ্রতিনিধিকে ও বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষাকে প্রতিটি বরো মিটিংয়ে পৌরসংস্থা কোন্ ওয়ার্ডে কতটা রাস্তা দান পেল সেটা বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষাকে জানাতে হবে। আর তিনি সেটা তার সদস্যসদস্যাদের জানিয়ে দেবে। এবং বিল্ডিং প্ল্যান কোন্ ওয়ার্ডে কোনটা কোনটা স্যাংশন হল সেটাও প্রতিটি বরোর অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষাকে জানাতে হবে। আর তাঁরা তাঁর নিজের যা সদস্য–সদস্যা থাকবে তাঁদের প্রত্যেককে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবে কোনটা কোনটা কোন্ কোন্ ওয়ার্ডে স্যাংশন হল। এবং তার ফ্লোর এরিয়া কত? এবং কোনটা কোনটা সম্পত্তি তাঁর ওয়ার্ডে বৃদ্ধি পেল। এটা প্রত্যেক বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা তাঁর পৌরপ্রতিনিধি জানাতে হবে।

মহানাগরিক তাঁর সদস্য–সদস্যাদের বুঝিয়ে বলেন, ধরুন, একটা বরোতে ১০টা প্ল্যান স্যাংশন হল, এবার ওই ১০ প্ল্যানের ডিটেইলসটা, স্যাংশন কত মিটার হল? কত ফ্লার হল? কত কত জমির ওপর হল এটা বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষাকে জানাতেই হবে। এবং রাস্তা চওড়া করার জন্য কতটা জমি দান পেলাম। সেটাও বরোকে জানিয়ে দিতে হবে। দান করা জমিতে রাস্তা চওড়া করা হবে। এতে আমাদের একটা স্বচ্ছতাও থাকবে। আর আমি মহানাগরিক হয়েও আমার আক্ষেপ যে, পৌরপ্রতিনিধিরা কিছুই জানে না, অথচ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস বা সবজায়গায় কোথাও ইললিগাল কিছু হলেই সর্বপ্রথম পৌরপ্রতিনিধি দায়ী হয়। এবার থেকে পৌরপ্রতিনিধিরা জানবে, ওখানে জি+ফোর স্যাংশন ছিল। কিন্তু জি+ফাইভ হচ্ছে। তার মানে প্রমোটারটা ইললিগাল কাজ করছে। তখন তো পৌরপ্রতিনিধিরা তো বলতে পারবে না। আমি তো কিছুই জানি না। সদস্যসদস্যা বরোতে গিয়ে অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষাকে জানাবে। তিনিই সবটা বলে দেবেন। প্রেমিসেস নম্বর বলবেন। ডিটেইলসটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট জানবে। কোথায় ইললিগাল হলেই এবার থেকে পৌরপ্রতিনিধিরা জানতে পারবে। পৌরপ্রতিনিধির তাঁর ওয়ার্ডের এইগুলি জানার অধিকার আছে। পৌরসংস্থায় কী হচ্ছে তা জানার। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট নোটিশ দেবে। কারণ পৌরসংস্থার সম্পত্তি প্রাইভেটকে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। এক ব্যক্তিগত মালিককে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছি। তার মানে ইললিগাল অ্যাপ্লাই করলাম।

লেন্স বার্তা

বেহালায় : শহরে বৃষ্টির আকাল চললেও, দুয়ারে জমছে জল, ভরা বর্ষায় কী হবে কে জানে?

পাল্টেছে আবহাওয়া, কলকাতায় ৪০–৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা এখন কোনো ব্যাপারই নয়।

তোপসিয়া : মাঝ রাস্তায় মরণ ফাঁদ, একটু বেসামাল হলেই বিপদ।
ছবি : অভিজিৎ কর

সচেতনতা : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কেন্দ্রীয় পৌরভবনের বিপরীতে চ্যাপলিন পার্কে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম একটি নিম গাছ লাগান। আগামী দু'বছরে কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতার বুকে এমন ২৫ লক্ষ গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন প্রশ্ন, ওই চারা গাছ লাগানোতে এতো মানুষের সমাবেশ হল, কিন্তু জল দিয়ে বাঁচানোর দায়িত্বে কে রইল?

জানা–অজানা সফরে

বিচিত্র চিত্রকূট ধাম

ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতয়া পতয়ে নমঃ।।

চিত্রকূট পর্বত রামায়ণে বর্ণিত একটি সুন্দর মনোরম পর্বতমালা। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যা নগর থেকে মাতা সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে এই চিত্রকূট পর্বতে কুটির তৈরি করে দীর্ঘ সাড়ে এগারো বছর ছিলেন। এখানে অসংখ্য লীলা বিস্তার করেছিলেন। সেই সকল অপ্রাকৃত ও চিন্ময় লীলার কিছ অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন

ডাঃ সুবোধ কুমার চৌধুরী

চিত্রকূট পর্বতের অবস্থান : রামায়ণের যুগে কেবল একটি স্থান ছিল কিন্তু কালের প্রভাবে দেশ ভাগ রাজ্য ভাগ ও জেলা ভাগের ফলে বর্তমানে চিত্রকূট পর্বতটি দুটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করছে। একটি অংশ মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার মধ্যে অবস্থান করছে আর একটি অংশ উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূট জেলার মধ্যে অবস্থান করছে। মাঝখান দিয়ে মাতা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক মাতা মন্দাকিনী নদীর তীরে চিত্রকূট পর্বতের উপর ভগবান রামচন্দ্র কুটির তৈরি করে সেখানে বাস করতেন। সেই স্থানটির নাম রামঘাট। অতি মনোরম পরিবেশ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান।

রামঘাট : অতি সুন্দর স্থান। চিত্রকূট মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এক দিব্য ধাম। ভগবান রামচন্দ্র সীতাদেবী ও ভাই লক্ষ্মণ সহ এখানে স্নান ও জলক্রীড়া করতেন। মন্দাকিনী নদীতে প্রচুর সংখ্যক রঙবেরঙের আলোকসজ্জায় সজ্জিত অনেক নৌকা আছে। তীর্থযাত্রীরা নৌকায় মন্দাকিনীতে বিহার করতে পারেন। একটি নৌকায় দশ থেকে বারো জন বসতে পারে। দাঁড় চালানো নৌকা। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের জন্য কোন ইঞ্জিন চালিত নৌকা নেই। নৌকাগুলি এমনভাবে নানান রঙে সজ্জিত মনে হবে একটি ছোট বিয়ে বাড়ি। বরযাত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে। বেশ সুন্দর ও আনন্দময় ভ্রমণ।

কেনাকাটি করার জন্য প্রচুর দোকান আছে। সন্ধ্যার সময় মা মন্দাকিনীর আরতি দখা ও অনুভব করার মতো। পাঁচটি আরতির বেদী আছে সেখানে পাঁচজন গেরুয়াধারী পুরোহিত নির্দিষ্ট সময়ে আসেন। বিভিন্ন রকম নৃত্যের ভঙ্গিতে ধূপ, ধুনা, প্রদীপ, শঙ্খ ও আরও অন্যান্য আরতির সামগ্রীর মাধ্যমে প্রায় এক ঘণ্টা আরতি হয়। আরতি দেখার জন্য ঘাটে বসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। শঙ্করাচার্যের লিখিত গঙ্গা স্তোত্র ‘দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে’ সঙ্গীতের মাধ্যমে ও অন্যান্য সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মন্দাকিনী দেবীর আরতি হয়। এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। এতো সুন্দর আরতি কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই। আমরা জানি নদীর জল নিম্নগামী কিন্তু এই চিত্রকূট পর্বতে মা মন্দাকিনী ভগবান রামচন্দ্রের সেবার জন্য পর্বতের উপরে জলধারার সৃষ্টি করেছেন। অতি সুন্দর মিষ্টি জল অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে কিভাবে পাহাড় ভেদ করে জলধারা অনাদি কাল ধরে বয়ে চলেছে। অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা তৃষ্ণা নিবারণ করেন ও আনন্দ উপভোগ করেন।

হনুমান ধারা : একটি পাহাড়। হেঁটে যাওয়া যায় আবার রোপওয়েও আছে। ১৫০ টাকা ভাড়া। মেঘনাদের সাথে যুদ্ধে শক্তিশেলে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে যান তখন হনুমান লঙ্কা থেকে সুসেন বৈদ্যকে নিয়ে আসে। বৈদ্যের পরামর্শ অনুযায়ী বিশল্যকরণী বৃক্ষের প্রয়োজন হলে হনুমান হিমালয়ে যায় সেখানে গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী বৃক্ষ আছে কিন্তু হনুমান সেই গাছ চিনতে না পেরে গন্ধমাদন পর্বতকে মাথায় নিয়ে এই চিত্রকূট পর্বতের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ক্লান্ত বোধ করেন ও এই পর্বতে বসেন এবং পিপাসার্ত বোধ করেন কিন্তু এখানে জল কোথায় পাবেন। পর্বত চূড়ায় আবার জল? অন্তর্যামী ভগবান রামচন্দ্র বুঝতে পারেন। হনুমান পিপাসার্ত, তাই তিনি দেবী মন্দাকিনীকে নির্দেশ দিলেন হনুমানের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। তখন হনুমান দেখলেন শুষ্ক পাহাড়ের বুক চিরে ঠাণ্ডা জল প্রবাহিত হচ্ছে। তখন হনুমান ভগবান রামচন্দ্রের করুণা ভেবে সেই জল পান করলেন ও তৃপ্ত হলেন। সেই ত্রেতা যুগ থেকে আজও সেই পাহাড়ের মাথায় জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখানে এটিকে হনুমান ধারা বলে সবাই জানে। বহু পুণ্যার্থী এখানে দর্শনের জন্য আসেন ও তীর্থের পুণ্যফল অর্জন করেন।

স্ফটিক শিলা : মা মন্দাকিনীর তীরে একটি শিলার উপর ভগবান রামচন্দ্র ও সীতামাতা বসে গল্প করতেন ওই শিলার চারিপাশে জঙ্গল। সীতামাতা কখনও ভগবান রামচন্দ্রের পদসেবা করতেন, কখনও বা জঙ্গল থেকে ফুল এনে ভগবান রামচন্দ্রকে সাজাতেন। এরকম একদিন ভগবান রামচন্দ্র ভাবলেন আমি আজ সীতাদেবীকে নানা ফুলে সাজাবো। নানা ফুল দিয়ে তিনি সীতামাতার অঙ্গরাগ করছেন এমন সময় ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত বদবুদ্ধির প্রভাবে একটি কাকের বেশ ধরে এখানে আসেন ও সীতামাতার পায়ে খুব জোরে ঠোক্কর মারেন। সীতামাতা চিৎকার করেন এবং লক্ষ্মণ দেখে সীতামাতার পা দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সেই কাকের পিছনে ধাওয়া করেন। জয়ন্ত ইন্দ্রলোকে বাবার কাছে প্রাণ রক্ষার প্রর্থনা করেন কিন্তু ইন্দ্র সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারলেন না। এবং পুত্রকে বলেন ভগবান রামচন্দ্রের কাছে যাও ও ক্ষমা ভিক্ষা করো তখন জয়ন্ত ভগবান রামচন্দ্রের কাছে এসে প্রাণভিক্ষা চান। ভগবান ভক্ত বৎসল হলেও যেহেতু অন্যায় খুব গুরুতর তাই এই কাকরূপী জয়ন্তকে প্রাণে না মেরে তার একটি চোখ নষ্ট করে দেন। সেই অবধি কাকের একটি চোখ নেই। কাক কানা হয়ে আছে। সেই স্ফটিক শিলায় ভগবান রামচন্দ্রের পদচিহ্ন ও সীতামাতার পদচিহ্ন বহন করে আজও আছে।

গুপ্ত গোদাবরী : ভগবান রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে অনেকদিন থাকার পর তিনি ভাবলেন আমি এবার পাহাড়ের গুহায় বাস করবো। তার ভাবার সাথে সাথে প্রকৃতি ও সকল দেবতারা ভগবান রামচন্দ্রের থাকার জন্য পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করলেন। একটি বিশাল গুহা তৈরি হলো। ভগবান রামচন্দ্র, মা সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ সেই পাহাড়ের গুহায় এলেন ও বেশ সুন্দর গুহা ভেবে সেখানে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বাস করতে গেলে তো জল দরকার। গোদাবরী নদী ভগবান রামচন্দ্রের পদসেবা করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে মাটির নিচ দিয়ে পাহাড়ের উপর প্রবাহিত হয়েছে। এখানে জল আছে ও একটি কুণ্ড আছে। কিন্তু জলের উৎস কোথায় তা কারো জানা নেই তাই এটাকে গুপ্ত গোদাবরী বলা হয়। এখানেও ইন্দ্রের আরেক পুত্র জয়ন্তের ছোট ভাই আবার বদমায়েশি শুরু করেন সীতাদেবী এই কুণ্ডে স্নান করতে নামলে জয়ন্তের ভাই সীতামায়ের বস্ত্র লুকিয়ে রাখেন মা সীতা স্নান থেকে উঠে বস্ত্র খুঁজে পান না। প্রভু রামচন্দ্রকে ডাকেন। ভগবান রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বস্ত্র হরণকারীকে অভিশাপ দেন তুই এখানে পাথর হয়ে যা। তাই এই গুহায় সকল সাদা পাথরের মধ্যে একটি পাথর কালো ভগবান রামচন্দ্রের কাছে করুণা ভিক্ষা করলে রামচন্দ্র বলেন, কলিকালে মানুষ খুব পাপী হবে। কলিযুগে মানুষ তখন এই গুহা দর্শন করতে আসবে তখন তুই তাদের শরীরের পাপ হরণ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করবি। তাই এখনও পুণ্যার্থীদের ধারণা এই কালো পাথরটি কলিযুগে হতভাগ্য জীবের পাপ হরণ করে।

কামোদগিরি : দেবাদিদেব

শিবকে বলা হয় ধাম রক্ষক। অর্থাৎ ভগবান যে সকল স্থানে তার লীলা বিস্তার করেন সে সকল স্থানে শিবের অবস্থান। যেমন পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের লাগোয়া একটি শিবের মন্দির আছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব আছেন। চিত্রকূটেও কামোদগিরি রূপে শিবজী বিরাজমান। ভগবান রামচন্দ্র যখন চিত্রকূট পর্বত পরিত্যাগ করে মহারাষ্ট্রের নাসিকের দিকে যাত্রা করেন তখন শিবজী ভগবান রামচন্দ্রকে বলেন যে আমি আর এখানে থাকব না। আমি আপনার সাথে যাবো। তখন ভগবান রামচন্দ্র শিবজীকে বলেন তোমার যাবার দরকার নাই, তুমি এখানে থাকো, আগামী কলিযুগে মানুষের নানারকম জড়জাগতিক কামনা বাসনা নিয়ে তোমার কাছে আসবে এবং তাদের দুঃখকষ্ট নিরসনের জন্য নানান কিছু কামনা করবে তোমার কাছে যে যা কামনা করবে তুমি তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী পুরণ করবে সেই জন্য এই পর্বতের নাম কামদাগিরি। কামদা শব্দের অর্থ কামনা যিনি দান করেন তিনি হলেন কামদাগিরি। খুব জাগ্রত পর্বত। এই পর্বত পরিক্রমা করা হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই পর্বতকে পরক্রমা করেন ও তাদের কামনা প্রার্থনা করেন। আমাদের সাথে একটি ছেলে গাইড হিসাবে ছিল সে বলছিল, সে প্রতিদিন এই পর্বতকে এই পরিক্রমা করে তবে অন্ন গ্রহণ করে। সে বলে, ‘আমি খুব সুখী’। এই পরিক্রমা মার্গে প্রথমে কামদাগিরির একটি সুন্দর মন্দির আছে। সেখানথেকে পরিক্রমা শুরু হয় বিগ্রহ দর্শন ও পূজার পর। পরিক্রমা করতে ২–৩ ঘণ্টা সময় লাগে। পরিক্রমা রাস্তা খুবই সুন্দর। পরিক্রমার পথে একটি জায়গা আছে সেখানে সবাই কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেয়। বছরের কোনও একটি তিথিতে পাহাড়ের ভিতর থেকে আজও দুধ নিঃসৃত হয় এবং একটি কুণ্ডে সেই দুধ জমা হয়। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয় সেই দুধ পান করার জন্য। এইরকম সব বিচিত্র ঘটনা ও লীলা এখানে ঘটে।

সতী অনুসূয়ার মন্দির : রামঘাট থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে সতী অনুসূয়ার মন্দিরে আসতে হয়। এখানে অত্রি মুণি তার স্ত্রী অনুসূয়ার সাথে বাস করতেন। ভগবান রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে এই আশ্রমে এসেছিলেন। সতী অনুসূয়া সীতাদেবীকে স্বামীর প্রতি নারীর যে ধর্ম সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। দেবী অনুসূয়া জলের জন্য গঙ্গাদেবীর তপস্যা করেন। গঙ্গাদেবী অনুসূয়াকে বলেন আমি অন্য জায়গাতে প্রবাহিত হই এখানে আসতে পারব না। তুমি মন্দাকিনীর তপস্যা করো তখন অনুসূয়াদেবী মা মন্দাকিনীর তপস্যা করেন। এই আশ্রমের পাশ দিয়ে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হয়। দেবী অনসূয়া স্বামীর প্রতি প্রেম ভক্তি ভালবাসা এতো গভীর দৃঢ় ছিল যে এক সময় ত্রিদেব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্রে দেবী অনুসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করতে আসেন। এবং তার কাছে বিবস্ত্র অবস্থায় মাতৃদুগ্ধ পানের প্রার্থনা করেন তখন দেবী অনুসূয়া সেই তিন দেবতাকে শিশুতে পরিণত করেন ও তাদের দুগ্ধ পান করান। এখানে দেখা যাবে সতী অনুসূয়া তিন দেবতাকে শিশু অবস্থায় দোলনায় দোল দিচ্ছেন। এই আশ্রমে রামায়ণের লীলার ওপরে বহু মূর্তি আছে। অনুসূয়া ছিলেন দেবহুতির কন্যা। এই দেবহুতির সঙ্গে কর্দম ঋষির বিবাহ হয় এবং ভগবান কপিল দেব সহ নটি কন্যা দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেবহুতি পুত্র কপিল দেব ভগবৎ ভক্তির মহিমা প্রচার করেন। তার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এই লেখা শেষ করছি।

অহং মম অভিমান উত্থে কাম লোভ আদি ভি মলৈ।
বীতং যদা মন শুদ্ধম অদুঃখম অসুখম সমঃ।।

মানুষ যখন আমি ও আমার এই ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত কাম লোভ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন তখন তার মন শুদ্ধ হয় সেই অবস্থায় তিনি তথাকথিত জড় সুখ ও দুঃখের অতীত হন।

হরে কৃষ্ণ

মাঙ্গলিকী

সোমা মাইম–এর থিয়েটার যাত্রা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ১৫০ বর্ষপূর্তিতে সোমা মাইম–এর থিয়েটার সেমিনার

বিষয় : ১৫০ বছরের বাংলা থিয়েটার উপলব্ধি ও চর্চা

বিগত ১৬ মে ২০২৩ উত্তর কলকাতার মির্নাভা থিয়েটারে সোমা মাইম থিয়েটারের থিয়েটার সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। বিষয় ছিল ১৫০ বছরের বাংলা থিয়েটারের উপলব্ধি ও চর্চা। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক তথা নির্দেশক তীর্থঙ্কর চন্দ, কৃতি মজুমদার, বিজয় মুখার্জী এবং দলের কর্ণধার সোমা দাস।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজয় মুখার্জী, তীর্থঙ্কর চন্দ, সোমা দাস, পাপিয়া দেবী এবং কৃতী মজুমদার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল। উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় উত্তরীয় ও একটি গাছ দিয়ে।

স্বাগত ভাষণে সোমা বলেন আমাদের আট বছরের থিয়েটার যাপন চলছে। আমরা মুখাভিনয়ের একটি ছোটো দল। এই নীরব শিল্প কলাকে হাতিয়ার করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, তাদের অর্থানুকূল্যেই এই অনুষ্ঠান করতে পারছি।

মিনার্ভা বর্তমানে বাঙালি শিল্প কলার প্রথম পীঠস্থান। তবে একথায় একটু বিতর্ক আছে। যদিও এই বিশাল যজ্ঞের মূল্যমান এত স্বল্প সময়ে করা মোটেই সম্ভব নয়। এরপর সোমা অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব তুলে দিলেন বিজয় মুখার্জীর হাতে।

বিজয় মুখার্জী শুরুতেই উল্লেখ করলেন 'থিয়েনার' এই নতুন শব্দ বদ্ধ তৈরি করার জন্য। অর্থাৎ থিয়েটার ও সেমিনারকে সঙ্গী করে এই নতুন শব্দ বন্ধ। এই জন্য বিজয় সোমাকে ধন্যবাদও জানান। সোমা বাড়িতেও একটা

থিয়েটার স্পেস তৈরি করেছে ছোটো আকারে।

রুজী রোজগারের সুব্যবস্থা না করে আমি মনে করিনা থিয়েটার চর্চা করা যায়। ফলে১৯৯৮ সালে পরিবার লালন পালন করেই আমার থিয়েটারে পা রাখা। রুদ্র প্রসাদ দা, স্বাতীলেখা দি, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের স্মৃতিতে উৎসাহিত হয়ে নাটকে এসেছি। পরবর্তীকালে দেবশংকর, কৌশিক সেন, ব্রাত্য বসু, গৌতম হালদার, সুমন (লাল) পরবর্তী প্রজন্ম এসেছে। আগে থিয়েটার দেখার একটা উন্মাদনা ছিল। বর্তমানে বিনোদনের অনেক মাধ্যম এসে যাওয়ায় সাধারণ দর্শক থিয়েটারে আর সেভাবে আসছেন না। থিয়েটার বর্তমানে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আমাকে শেষের দিকে 'কেন থিয়েটার করবো?' এই চিন্তা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। ভালোভাবে দিন যাপনের ফর্মুলা থিয়েটারে নাটকে আছে বলে আমার বিশ্বাস। থিয়েটার আমাকে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিতে পেরেছে। আমাকে সৎ ও মনের আরাম দিতে পারছে। তীর্থঙ্করকে আমি আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার এন্ড গাইড বলেই মনে করি। এরপরে কৃতি মজুমদারকে বরণ করা হয়। কৃতি সোমাকে এবং উপস্থিত সদস্যকে প্রণাম জানালেন। বাংলা থিয়েটার প্রসঙ্গে তিনি বললেন বাংলা থিয়েটারের ১৫০ বছর অনেক স্মৃতি জুড়ে আছে। এ আমাদের বিরাট ঐতিহ্য। অবশ্যই তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। প্রায় সব কিছুই ২০২৩ আমূল বদলে গিয়েছে। আমরা সকলে মিলে থিয়েটারকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারলাম? ধারাটা চালু থাকার দরকার ছিল। এখনো অনেক দল থিয়েটারকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন সারা বাংলায়, তাদের কথা পাদপ্রদীপের আলোতে আসেনা। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম জানাই। থিয়েটার শুধু অকাদেমি মঞ্চেই হচ্ছে তা ঠিক নয়। মফস্বলে নাট্যদলের যে ডেডিকেশন আমি দেখেছি তাদের আমি কুর্নিশ জানাই। বীরভূমে নাটক নিয়ে আলোচনা এবং শেখাতে গিয়েএক অশতিপর বৃদ্ধ আমাকে বলেছেন মা আমাকে কিন্তু বাদ দিও না। এটা আমাকে এতই অনুপ্রাণিত করল এবং আমি ওই ৮২ বছরের তরুণকে দলে না নিয়ে পারিনি। তার দেওয়া শর্ত অনুযায়ী আমি বলেছি ঠিক আছে আপনি আপনার ভাষাতেই কথা বলবেন।

এরপর তীর্থঙ্কর চন্দ বলেন– সময়টা বড় কম তাই আমাকে বড়ই ভাবাচ্ছে। বাংলা পেশাদার মঞ্চের ১৫০ বছর ১৮৭২ সালকে যদি আমরা ভিত্তি হিসাবে ধরি তবে তার একটা মূল্যায়ন করতে পারি। আহিরি টোলাতে একবার শুরু হয়েছিল কিন্তু তা সফল হয়নি। পরে গিরিশ বাবু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, রসরাজ অমৃতলাল বসুরা শ্যামবাজার অর্থাৎ বাঙালির ব্রডওয়ে থিয়েটারে এলেন এবং বাংলা থিয়েটার আবার শুরু হল। এই অঞ্চলটা নিয়েই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখছি। যতটুকু জানি গিরিশবাবু টাকা পয়সা দিয়ে নাটক করাকে সমর্থন করেন নি, বরং নিন্দামন্দই করেছেন।

অর্ধেন্দু, রসবাজ, নগেন্দ্রবাবুরা নীলদর্পন নাটকটা করলেন, সেটা অভিনিত হল এবং চারশো টাকা লাভ হল। তারপর সধবার একদশী হল। তৎকালীন সমাজে যে বিভেদের জায়গাগুলি ছিল তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বহু ব্যবসায়ী অর্থাৎ বানিয়া গোষ্ঠী টাকা খাটিয়েছেন এই বঙ্গ বঙ্গ মঞ্চে, ফলে থিয়েটার একরকম জমে উঠেছে। ১৯০৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র চলছে, সেই চাহিদা অনুযায়ী নাটক তৈরি ও রচনা করে নাটক করেছেন। তারপর যখন গণনাট্য সংঘ তৈরি হল তখন নাটকের একটা স্বতন্ত্র ধারা এল। সেটা গ্রুপ থিয়েটার নামে প্রচলিত হল। তারপর রাজনৈতিক মাতব্বরি যেটা কমিউনিস্ট পার্টি করতে শুরু করল তখন শম্ভুবাবু এবং আরও অনেকে বেরিয়ে গেলেন। শম্ভুবাবু বহুরূপী তৈরি করলেন। থিয়েটার নাটক শুধু নয়, একটা জীবন। প্রতিভা এবং বুদ্ধি দুটোকেই আঘাত করতে পারে নাটক। পরবর্তীকালে শিশিরবাবু এসে বাংলা নাটককে অনেক ঋদ্ধ করেছেন। এরপর দুটো মাইম নাট্যাভিনয় শুরু হয়। প্রথমটা 'এপিক অফ দি ফায়ার ফ্লাইস'নির্দেশনা সোমা দাস। কাহিনী মৈনাক সেনগুপ্ত। আলো বাবলু সরকার, মঞ্চ দেবজিৎ মিত্র, আন্তিগোণে ও উত্তরাকে নিয়ে তৈরি নাটক। দ্বিতীয়টি গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম প্রযোজিত 'এ পলিটিকাল ড্রিম'। কাহিনী পঙ্কজ জ্যোতি ভুইয়া, সঙ্গীত, আলো মঞ্চ ও নির্দেশনায় বরুণ কর নব প্রজন্মের নাট্যকার ও নির্দেশক বেশ ভালো উপস্থাপনা।

শতবর্ষ পরেও প্রাসঙ্গিক ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের প্রাণপুরুষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ১০১ তম জন্মবার্ষিকীতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর আবক্ষ মূর্তির সম্মুখে শ্রদ্ধায় আনত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক–শিক্ষিকা কর্মী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। একজন শিক্ষকের অবসর গ্রহণের ৩৫ বছর পরও ছাত্রছাত্রীরা তাঁর নামে যখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তখন মনে হয় বর্তমানের অবনমনের মুখেও ছাত্র– ছাত্রীরা লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়নি। তিনি শিক্ষকতাকে ব্রত মনে করেছিলেন। শিক্ষকতা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সমাজসেবা, খেলাধুলা, নাটক ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জোকা মৌজার ২২ টি গ্রাম ও আধা শহর ঠাকুরপুকুরের বিস্তীর্ণ এলাকার অভিভাবকেরা ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমকে তাদের ছেলেমেয়েদের

আশ্রয়স্থল বলে মনে করেছিলেন তার কারণ দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়। পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রান্তিক মানুষেরা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্কুলে পাঠাতেন নিশ্চিন্তে। তাঁর ১০১ তম জন্ম দিবসে বিদ্যাশ্রমে ছুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা তদুপরি প্রাক্তন শিক্ষক–শিক্ষিকা ছাত্র–ছাত্রী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপক অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাক্তন ছাত্র ও বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভাপতি অরবিন্দ বিশ্বাস নিজের হাতে আবক্ষ মূর্তির বেদীতে পুষ্পসজ্জার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন তখন বোঝা গেল ৩৫ বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কতখানি প্রাসঙ্গিক। বর্তমান প্রধান শিক্ষক শুভাশিস মাইতি প্রবাদপ্রতিম এই শিক্ষকের স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য বেশ কিছু কার্যক্রমের বিবরণ দেন। আগামী শিক্ষক দিবসে ও বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই শিক্ষকের স্মৃতিতে বিভিন্ন সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ছাদবাগান তৈরির আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ জুন সোমবার বিশ্বব্যাপী সাড়ম্বরে উদযাপিত হল পরিবেশ দিবস।বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষাপটে এদিন সর্বত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি–বেসরকারি উদ্যোগে নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হয়। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকেই নানান মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।কিছুটা এভাবেই নিজের মতো করে এদিন পরিবেশ রক্ষার্থে সকলের কাছে আবেদন জানালেন ভারত বিখ্যাত এক সাঁতারু কন্যার পিতা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বাসিন্দা সায়নী দাশ বিশ্ব সাঁতারু জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।বিশ্বব্যাপী 'সপ্তসিন্ধু'র তিনটি ইতিমধ্যেই সাঁতরে দেশের সেলিব্রিটিদের মধ্যে স্থান করে নিয়ে তরুণ প্রজন্মের আইকনে পরিণত হয়েছেন সায়নী। তাঁরই পিতা রাধেশ্যাম দাশ এবার এলাকায় সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে ছাদবাগান তৈরির আবেদন জানালেন। তীব্র তাপপ্রবাহে হাঁসফাঁস অবস্থার মধ্যে সচ্ছল–সুখী মানুষজনের অনেকেই যখন ঘরের মধ্যে একটু শীতল হাওয়ার আরামদায়ক পরশ পেতে উন্মুখ ঠিক তখন রাধেশ্যামবাবু তাঁর বাড়ির সুবিশাল ছাদবাগানে ফুলফলের অজস্র গাছপালার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন। কালনার কল্যাণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাধেশ্যাম দাশ তাঁর ছাদবাগান আর বাড়ি ভরতি গাছপালার সুনিবিড় ছায়ার আশীর্বাদে দাবদাহের দহনজ্বালাকে অনায়াসেই হারিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর বাড়িতে এসময় তুলনামূলক আরামদায়ক শীতল পরিবেশ বিরাজ করছে। যা দেখে রাধেশ্যামবাবুর মুখে যেন দহনদানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের হাসি। কালনা শহরের ১৭ নং ওয়ার্ডের বারুইপাড়া এলাকায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সপরিবারে বাস করছেন রাধেশ্যাম দাশ। তাঁর কাঠা তিনেক জায়গার ওপর

বসতবাড়ির প্রায় সর্বত্র গাছগাছালিতে ভরা। এমনকি ঘরের প্রায় চারশো বর্গফুট এলাকাজুড়ে রয়েছে সুবিশাল ছাদবাগান।যে ছাদবাগানের গাছে গাছে তিনি ইতিমধ্যেই ফলিয়েছেন সুস্বাদু কমলালেবু, সবেদা, মুসম্বি, পাতিলেবু, কাগজিলেবু প্রভৃতি। রয়েছে পেঁপে, আম সহ হরেকপ্রকার ফুল ও ফলের গাছও। এসবের পরিচর্যা নিয়েই তিনি দিনভর মেতে আছেন। এই গাছগাছালিময় ছায়ানিবিড় পরিবেশের প্রভাবে রাধেশ্যামবাবুর ঘরদোরে দিনভর এতটাই আরামদায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করে যা দহনজ্বালায় ভুক্তভোগীদের কাছে নিঃসন্দেহে ঈর্ষনীয়। জেটগতিতে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও প্রতিনিয়ত প্রভূত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যার সঙ্গে তালমিলিয়ে বাতাসে বাড়ছে দূষণের মাত্রাও। ফলে আধুনিক সভ্যতা এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার। পরিবেশবিদদের মতে এজন্য দায়ী অত্যাধুনিক মানব সভ্যতার হাজারো উপকরণ। সভ্যতার উন্নতির জন্য কয়লা, খনিজ তেল পুড়ছে, অজস্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ কলকারaখানার পাশাপাশি কোটি কোটি যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে আকাশবাতাস। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র অর্থাৎ এ সি'র যথেচ্ছ ব্যবহারেও পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। যতদিন দিন যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা কার্যত সহ্যের সীমা ছাড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় সবুজ প্রকৃতিই পারবে বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলা করতে। এজন্য প্রয়োজন নিবিড় বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি মানুষের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি। প্রকৃতিপ্রেমী রাধেশ্যাম দাশ সোমবার সকালে বাড়িতে ছাদবাগানে গাছপালার পরিচর্যা করতে করতেই কার্যত বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করলেন। সেই সঙ্গে নিজের মতো করেই প্রতিবেশীদের উদ্দেশে পরিবেশ রক্ষারও একটা বার্তা দিলেন।তিনি বলেন, কালনা শহরে অসংখ্য পাকাবাড়ি রয়েছে। বাসিন্দাদের কাছে আবেদন, তাঁরা বাড়ির ছাদে ছাদে ফুলফলের এক চিলতে বাগান তৈরি করতে এগিয়ে আসুন। আমি মনে করি, এভাবে বাড়ি বাড়ি ছাদবাগান তৈরি হলে অতি সহজেই এলাকায় সবুজ পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বাড়িঘরেও তুলনামূলক শীতল আরামদায়ক পরিবেশ বিরাজ করায় আমাদের পক্ষে বহুমুখী লাভদায়কও হবে। প্রকৃতি সচেতন রাধেশ্যামবাবুর ছাদবাগান তৈরির এই আবেদনে কতজন সাড়া দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবেন তা এখনি বলা না গেলেও এই সেলেব সাঁতারু কন্যার পিতার বাস্তব চিন্তাধারাকে কুর্নিশ জানাতেই হবে।

চিকিৎসকদের রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৭ মে সকালে সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের দুর্গাপুজো মণ্ডপে 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে বিশিষ্ট জনসেবক ও সংস্থার সম্পাদক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় চতুর্থ বার্ষিক 'রক্তদান শিবির' সাড়ম্বরে আয়োজন করা হয়। পুরুষ ও মহিলা সমেত মোট ২৬ জন ব্যক্তি শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সমাজসেবা কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন পৌরমাতা ডাক্তার কাকলি সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাঃ অঞ্জন মুখার্জী, ডাঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মান্না, ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস, ডাঃ অনির্বান বসু, ডাঃ দেবব্রত পুরকাইত, ডাঃ কল্যাণ ব্যানার্জী, ডাঃ কাঞ্চন চ্যাটার্জী ও ডাঃ অমিত ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাশ্মীরী ব্যানার্জী। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন অভিজিৎ বসু, টুবলু দত্ত, রাহুল ব্যানার্জী, সমর চক্রবর্তী প্রমুখ।

মধুসূদন দত্তের দ্বিশত বর্ষ জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ মে ঠাকুরপুকুর তালতলা স্পোটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভা ঘরে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশত বর্ষ জন্মবার্ষিকী খ্রিস্টীয় বুধ–জন মঞ্চের উদ্যোগে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুরঞ্জন মিদ্দে। ডক্টর মিদ্দে তার বক্তব্যে মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে যে মিথ গুলি চালু আছে সেগুলি চুলচেরা বিচার করে অন্য এক মাইকেলকে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক স্বপন মুখোপাধ্যায় মাইকেলের যুগকে সামনে রেখে এক অচেনা মাইকেল কে পরিচিত করান। সভামুখ্য শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সাইন্স এন্ড টেকনোলজির সহ –নিবন্ধক ডক্টর বিভোর দাস পূর্ববর্তী দুই বক্তার অসাধারণ বক্তব্যে যে নতুন মাইকেল উঠে আসেন তাঁকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সুতপা আচার্য, মধুমিতা বসু ও অবিনাশ গাইন। অনুষ্ঠানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ –র নির্বাচিত অংশ অভিনয় করে দেখান। অনুষ্ঠানে সংস্থার মুখপত্র ধ্রুবজ্যোতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট কবি সমরেন্দ্র মন্ডলের সুষ্ঠু পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ মে সন্ধ্যায় সাউথ সিঁথি রোডে (বিশ্বনাথ পার্ক) 'ঐক্যতানের' উদ্যোগে অষ্টম বার্ষিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম বর্ষ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম বর্ষ জন্মোৎসব সম্পাদক স্বপন মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহার সুন্দর সঞ্চালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সভ্যসভ্যাগণ দুই কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। গিটার বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাবান শিল্পী স্বপন মুখার্জী। সাথে তবলা বাজিয়ে আনন্দ দেন প্রণব সেন। সঙ্গীত পরিবেশন করে আপ্লুত করেন বিমল চ্যাটার্জী, গৌরী মুখার্জী, লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা, শিপ্রা সিনহা, বাণী চ্যাটার্জী, সোমা সিনহা, কল্পনা সিনহা প্রমুখ। ভাষ্য পাঠে ছিলেন মানসী দত্ত। গীতি আলেখ্য ছাড়াও শিশু শিল্পীদের কবিতা পাঠ ও সমবেত নৃত্য প্রদর্শনী অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পরিবেশিত হয়।

প্রাক্তনীর মাসিক অধিবেশন

শ্রেয়শী ঘোষ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার মিলিত হয়ে থাকে আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত নয় নম্বর কক্ষে দুপুর ২:৩০ মিনিটে। গত মঙ্গলবার মিলিত হয়ে তারা স্মরণ করলেন সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তনী সম্পাদক শিশির মজুমদার এবং লেখক সমরেশ মজুমদারকে। উদ্বোধন সংগীতে ছিলেন দীপান্বিতা সেন। মূল বক্তব্য রাখলেন সভাপতি ডক্টর পিনাকেশ সরকার। বক্তব্য রাখলেন ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা সিংহ, শিলা দত্ত, বরুন দাস। সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন অপর্ণা বিশ্বাস, শিপ্রা মজুমদার। দু'ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠু মতো সঞ্চালন করলেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক অভিনেতা ডক্টর শঙ্কর ঘোষ।

অনুষ্ঠিত হল কুড়ি বছরে জমজমাটি টেলি সিনে পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহরে জমজমাটি ভাবে অনুষ্ঠিত হল ২০ তম টেলি সিনে পুরস্কার। গতকাল নজরুল মঞ্চে বসেছিল তারকার হাট। ভারত ও বাংলাদেশ দুই বাংলার অভিনেতারা উপস্থিত ছিলেন। নাচ গান নানান পারফর্ম এর মাধ্যেমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অভিনেতা ওম ও অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জী একটি দারুন পারফর্ম দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এই বছরের সেরার সেরা পুরস্কার গুলি তুলে দেন অভিনেতারা সবার হাতে। বেস্ট সিনেমা পপুলার পুরস্কার পায় হিট সিনেমা প্রজাপতি, বেস্ট ফিল্ম জুড়ি পুরস্কার পায় অপরাজিত, মেল আক্টর ওয়েবসিরিজ এর বেস্ট পুরস্কার পান অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা, বেস্ট প্রমিসিং ডিরেক্টর পুরস্কার পান পরিচালক অভিজিৎ সেন, বেস্ট সাপোর্টিং অভিনেতার পুরস্কার পান অভিনেতা খরাজ মুখার্জী, বেস্ট চাইল্ড অভিনেতা পুরস্কার অয়ান সামন্তক দ্যুতি মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল পুরস্কার পান মিউজিক ডিরেক্টর রনজয় ভট্টাচার্য, পুরস্কার পান ইমন চক্রবর্তী, অনিন্দ্য চ্যাটার্জী, অনুপম রায়, আফজাল হোসেন, দীপঙ্কর দে, দীপঙ্কর দে, জিতু কামাল, গার্গী রায়চৌধুরি, বিদ্যা সেনহা মিম, চঞ্চল চৌধুরী, আদৃত রায়, সোলাঙ্কি রায়,

বাপ্পা মজুমদার, সামিমা চৌধুরী, বাপ্পি চৌধুরি প্রমুখ। অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন এই অনুষ্ঠান আজ কুড়ি বছরে পা দিল। খুব ভালো লাগছে মৃণ্ময় কাঞ্জিলাল এত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেন, এই অনুষ্ঠানে দুই বাংলার অভিনেতা পরিচালক ও অন্যান্য কলাকুশলীরা থাকেন। এটি একটি মিলন উৎসব বলতে পারেন। আমি এই কুড়ি বছর এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা জানান এই বছর ওয়েব সিরিজের বেস্ট মেল অভিনেতা পুরস্কার পেয়ে আমি খুব আপ্লুত। ভালো লাগছে এমন একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেয়ে। এটি শুধু একটি পুরস্কার নয়, এটি একটি অনন্য সম্মান। দুই বাংলার খুব প্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরি জানান এই মিলন উৎসবে আমাদের দুটি বাংলা একটি ভালোবাসার বন্ধনে যুক্ত হয়। এমন একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুব খুশি। অনুষ্ঠানের কর্নাধার মৃণ্ময় কাঞ্জিলাল জানান, এই ২০ বছরে বহু মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। সবাইকে সঙ্গে পেয়েছি এই পথ চলায়। আজ দেখতে দেখতে কুড়ি বছরে পা দিলাম। যারা ভোট দিয়েছেন, যারা পুরস্কার পেয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ভালোবাসা সবার জন্য। অনুষ্ঠানের টলিউডের সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেছেন অভিনেতা ইশান মজুমদার, ফাহিম ইসলাম ও অভিনেত্রী অমৃতা দে।

'বাংলার আলপনা' প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনাচিত্র নিয়ে কলকাতার 'ছবি ও ঘর আর্ট গ্যালারী'তে শিল্পী সংগ্রাহক বিধান বিশ্বাসের একটি একক প্রদর্শনী আয়োজিত হল গত ১৯ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত। ১৯ মে বিকালে টেকনো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা মনীষা রায়চৌধুরি ও বিধায়ক দেবাশিস কুমার এই প্রদর্শনীর সূচনা করেন। শিল্পী বিধান বিশ্বাস ২৫ বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন আলপনাচিত্র। সেসবের থেকে বাছাই করা ৩৭ টি বিশেষ আঙ্গিকের আলপনাচিত্র নিয়েই এই প্রদর্শনীর আয়োজন ছিল। এখানে বাংলার বহু লুপ্ত ব্রতের আলপনার দেখা মিলল। ভাদুলি ব্রত, জাওয়া ব্রত, তারা ব্রত, পৃথিবী ব্রত, মাঘ মণ্ডল, দশ পুতুল ব্রত, মারুলি ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, মনসা ব্রত, টুসু ব্রত, সদর ব্রত প্রভৃতি ব্রত গুলির আলপনাই প্রদর্শিত হল। হ্যান্ড মেড কাগজের ওপর গোবরমাটি অথবা বীরভূমের লালমাটি লেপে দিয়ে তার ওপর খড়িমাটি দিয়ে আঁকা হয়েছে এসব আলপনা। শিল্পী বিধান বিশ্বাস একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন

'গ্রামবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রায় ২৫ বছর ধরে আমার সংগ্রহ করা এসব আলপনা নিয়ে ইতিপূর্বে কলকাতা শহরে আমার একাধিক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। শহুরে জীবনে এসব লুপ্তপ্রায় শিল্প ঐতিহ্যের সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা দিতেই আমার এমন প্রদর্শনীর আয়োজন। তবে, বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই আলপনাচিত্র নিয়ে বিশেষ আগ্রহী হওয়ার দরুন বাংলার এই শিল্পের প্রসার ঘটবে বলেই বিশ্বাস করি।' প্রতিদিন দর্শক সমাগমে আয়োজক অবশ্যই খুশি। সার্বিকভাবে আলপনাচিত্র নিয়ে এমন পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনীর খুব কম দেখা মেলে।

কলকাতা প্রেসক্লাবে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা প্রেস ক্লাবের গার্ডেনে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে শুক্রবার বিকেলে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিষ সুর শ্বেত চন্দন গাছ লাগালেন। সঙ্গে ছিলেন আইজিএর সেক্রেটারি শেখর সেনগুপ্ত, প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক নিতাই মালাকার, সাংবাদিক জয়ন্ত বসু এবং বনদপ্তরের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ সাহা। এদিন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে আলোচনা এবং ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

আঁতস কাঁচে

আগস্টে ডুরান্ড

আগামী ৩ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে ১৩২তম ডুরান্ড কাপ। চলবে ৩ সেপ্টেম্বর অবধি। কলকাতা, শিলং ও কোকরাঝাড়ে হবে ডুরান্ড কাপের ম্যাচগুলো। সূত্রের খবর, এবার নতুন দল হিসেবে আসছে শিলং লাজং এফসি। এছাড়া গতবার অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলই খেলবে। কলকাতার ৩ প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আর মহামেডান কলকাতাতেই ম্যাচ খেলবে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান জুনিয়র দলই মাঠে নামাবে। ফাইনাল আর উদ্বোধনী ম্যাচ এবারও যুবভারতীতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলে বিজয়ন

ইস্টবেঙ্গলে ফের আসছেন বিজয়ন। না আইএম বিজয়ন নয় তাঁর ছেলে এবার যোগ দিচ্ছেন লাল-হলুদে। ইস্টবেঙ্গলের নতুন হেড অফ পারফর্ম্যান্স ও অ্যানালিস্ট পদে নিযুক্ত হচ্ছেন বিজয়নের ছেলে আরোমল বিজয়ন। এই কাজে যদিও বিজয়নের ছেলে নতুন নয়। এর আগে আই লিগ জয়ী গোকুলাম কেরালার ফুটবল অ্যানালিস্টের দায়িত্বে ছিলেন আরোমল।

ফিরছে পি সেন ট্রফি

ফের ইডেনে ফিরছে পি সেন ট্রফি। তাও দীর্ঘ ছ'বছরের অপেক্ষা শেষে। প্রসঙ্গত, ২০১৬-১৭ মরসুমে সূচি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এরপর কোভিডের জন্য পরবর্তীতে বন্ধই ছিল পি সেন ট্রফি। আগামী ১৮ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। এবারের পি সেন ট্রফি হবে ১০ দলের। নক আউট ফরম্যাটেই হবে এই টুর্নামেন্টে।

উঠে গেল দলই

আইএসএলের শেষ মরসুমে ম্যাচ চলাকালীন দল তুলে নিয়ে বিপুল অঙ্কের জরিমানা গুনতে হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্সের পুরুষ দলকে। কয়েক দিন আগেই তাদের এই ৪ কোটি টাকার জরিমানার বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ হয়ে গিয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাদেরকে এই জরিমানার টাকা জমা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই নির্দেশের পরপরেই কেরালা ব্লাস্টার্স ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে এই জরিমানার টাকা দিতে গিয়ে নাকি তাদের এতটাই আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে যে আপাতত মহিলা ফুটবল দলকেই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা!

পাকিস্তান অনড়

সম্প্রতি বার্কলে ও আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার জিওফ অ্যালার্ডিস করাচিতে গিয়েছিলেন। পিসিবি জানিয়েছে, সরকার অনুমতি দিলে ভারতে পাকিস্তান দল যাবে। তবে আহমেদাবাদ নিয়ে আপত্তি রয়েছে।বিসিসিআই সচিব জয় শাহ পরিকল্পনা করেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ আয়োজন করার। যদিও ম্যাচটা আহমেদাবাদে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই অবস্থায় কলকাতায় সেই ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

মেসি মিয়ামিতে

শেষ হল তিন ক্লাবের লড়াই। কয়েক মাস ধরে চলা সেই ম্যারাথনে শেষ পর্যন্ত জিতে নিয়েছে আমেরিকান মেজর সকার (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মিয়ামি। বার্সেলোনা ও সৌদি আরবের আশায় জল ঢেলে মিয়ামি মেসিকে দলে নিল। যা নিয়ে মেসি নিজেই বলেন, আমি বার্সেলোনায় ফিরে যাচ্ছি না, আমি ইন্টার মিয়ামিতে যাচ্ছি।

বেঞ্জেমা ইত্তিহাদে

রোনাল্ডোর পর ইউরোপ ছাড়ছেন বেঞ্জেমাও। সৌদি প্রো লিগে পা রাখছেন ব্যালন ডি'অর জয়ী ফরাসি মহাতারকা করিম বেঞ্জেমা। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দীর্ঘ ১৪ বছর কাটানোর পর বেঞ্জেমার নতুন গন্তব্য এখন আল ইত্তিহাদ।

কেন্দ্রের আশ্বাসে আপাতত আন্দোলন স্থগিত করলেন সাক্ষী-বজরংরা

সুমনা মণ্ডল

আচমকাই যেন দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে কুস্তিগিরদের আন্দোলনের। ১৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত থাকল কুস্তিগিরদের আন্দোলন। দিনের পর দিন প্রতিবাদ জারি রাখলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নীরবতাই পালন করা হচ্ছিল যেন। কিন্তু সাক্ষী-বজরংদের পাশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অন্য সেরা খেলোয়াড়রা মুখ খুলতেই প্রতিবাদ চরম আকার নেয়। যোগ দেয় ভারতীয় কৃষক ইউনিয়নের নেতারাও। এরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন সাক্ষীরা। তাতেও অবশ্য প্রতিবাদ জারি থাকবে বলে জানিয়েছিলেন সাক্ষীরা। এরপর ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর আশার আলো যেন দেখতে পেলেন প্রতিবাদী কুস্তিগিররা। সেখানে আশ্বাস পেলেন ১৫ জুনের মধ্যে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরির। সেইসঙ্গে পার্লামেন্ট অভিযানের জন্য প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর করা হয়েছিল তাও তুলে নেওয়া হচ্ছে। এক ট্যুইট বার্তায় কুস্তিগিরদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন অনুরাগ ঠাকুর। তিনি লেখেন,'সরকার কুস্তিগিরদের সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। আমি আবারও এর জন্য কুস্তিগিরদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি'। তার এই ট্যুইটের পরই তড়িঘড়ি বুধবার সকালেই তাঁর বাসভবনে পৌঁছোন প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের এক প্রতিনিধি দল। সেখানে ছিলেন টোকিও অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক জয়ী বজরং পুনিয়া, রিও অলিম্পিক পদক জয়ী সাক্ষী মালিক সহ সাক্ষী মালিকের স্বামী ও কুস্তিগির সত্যব্রত কাদিয়ান ও জিতেন্দ্র কিনহা। তবে মিটিংয়ে যাননি অন্যতম মুখ ভিনেশ ফোগত। এরপরই শুরু হয় ম্যারাথন বৈঠক। যা চলে প্রায় পাঁচঘণ্টার বেশি। বৈঠক শেষেই অনুরাগ ঠাকুর জানান, 'আমরা আশ্বাস দিয়েছি, ১৫ জুনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট পেশ করা হবে। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নির্বাচন প্রক্রিয়া ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হবে।' এরপরই সাক্ষী মালিক জানান,'পুলিশ ১৫ জুনের মধ্যে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিক্ষোভ স্থগিত করতে বলা হয়েছে।' কুস্তিগির বজরং পুনিয়া বলেন,'আমাদের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী আমাদের অনুরোধ করেছেন ১৫ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ততদিন প্রতিবাদ না করার জন্য অনুরোধ করেন।' তিনি আরও বলেন, 'মহিলা কুস্তিগিরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে সমস্ত এফআইআর ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধে তিনি সম্মতও হয়েছেন।' এরপরই বজরং পুনিয়া যোগ করেন, 'যদি ১৫ জুনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, আমরা আমাদের বিক্ষোভ চালিয়ে যাব।' ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন,'ভারতীয় কুস্তি সংস্থায় একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি তৈরি করা হবে। সেই কমিটির মাথায় থাকবেন একজন মহিলা।'

সভাপতির শাস্তির দাবিতে পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুস্তিগীর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। কাঠগড়ায় ফেডারেশন সভাপতি বিজেপি সাংসদ ব্রীজশরন সিংহ। দোষীর শাস্তির দাবিতে সোমবার সিউড়িতে পথসভা করে বিক্ষোভ দেখায় অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেতমজুর সংগঠন। জেলা সম্পাদক মানস সিংহ বলেন, দিল্লিতে মহাপঞ্চায়েতে যোগদানের জন্য দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন হরিয়ানার সম্পাদক তখন দিল্লির পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে তাকে গ্রেপ্তার করে। মহিলা নেত্রী ঋতুপর্ণা কৌশিকীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার ধিক্কার নিন্দা জানানোর জন্য পথসভা করলাম। ফেডারেশন সভাপতি বিজেপি সাংসদকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে।

বাংলার সিনিয়র দলের জার্সি পরার স্বপ্ন দেখছে দেবাঞ্জনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ ছোটোবেলাতেই বাবার হাত ধরে আগমন ভলিবল কোর্টে। মেয়ের একরকম টান দেখেই ওর বাবা একদিন ছোট্ট দেবাঞ্জনাকে শ্যামনগরের আঁতপুর সম্মিলনী ক্লাবে ভর্তি করে দেন। সোমনাথ কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে। একসময় তাঁর বাবা সুদীপ্ত দাসও ভলিবল খেলতেন। এরপর বারাকপুর লাটবাগানে রাজ্য পুলিশ দলের কোচ দীপক ঘোষের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করে দেবাঞ্জনা। এখানে দেবাঞ্জনা ফিজিক্যাল ট্রেনার সুমিতা পাড়ুই ও মহিলা কোচ দেবপ্রিয়া শূর ভুলগুলো ঠিকমতো শুধরে দেন। দক্ষ জহুরির মত সেদিন এই ছোট্ট মেয়েটার প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি এই কোচেরা। ঘষে মেজে তৈরি করতে থাকলেন এই খুদে প্রতিভাকে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুর বিএন সরণির ফার্স্ট লেনের (নোনা চন্দনপুকুর) সেই দেবাঞ্জনা দাস এবার সদ্য সমাপ্ত অনূর্দ্ধ ১৬ সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল ভলিবলে চন্দননগরে একাই লড়াই করে মহারাষ্ট্রের মেয়েদের ৩-০ গেমে পরাজিত করে বাংলা দলকে চ্যাম্পয়ন করে। তীব্র উত্তেজনাপূর্ব খেলায় দেবাঞ্জনার স্ম্যাশিং পাওয়ারে মহারাষ্ট্রের মেয়েরা কুপোকাৎ হয়ে যায়। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় দেবাঞ্জনা। এই চলতি বছরের জানুয়ারিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্দ্ধ ১৬ ন্যাশনাল সাব জুনিয়র ভলিবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরপ্রদেশের কাছে ৪-১ সেটে হেরে যায় বাংলা।

দেবাঞ্জনা টিটাগড় হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। ভাই চন্দ্রচূড় সুইমিং শিখছে। দেবাঞ্জনার বাবা সুদীপ্ত দাস বোকারোতে সুইট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি করেন। মেয়ের বিভিন্ন সাফল্যে খুশি হলেও তাঁর পড়াশোনার দিকে সমান নজর তাঁর। মা মধুমিতা দাস চ্যাটার্জী মোহিনী টেক্সটাইল কোম্পানীতে চাকরি করেন। গত বছর থেকে কলকাতার মাঝেরহাটে মগরা ভলিবল একাডেমিতে খেলছে দেবাঞ্জনা। যার দায়িত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক প্রভাত ঘোষ। ইতিমধ্যেই দেবাঞ্জনা উড়িষার ভুবনেশ্বরে অনূর্দ্ধ ১৬ ইন্ডিয়া ক্যাম্পের জন্য চান্স পেয়েছে। খেলার সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে, বিশেষ করে সমরেশ মজুমদারের সমগ্র গল্প, ব্যোমকেশ, ফেলুদা কাহিনী। বিশ্বকাপ ফুটবলে ইতালির এমবাপ্পের খেলা খুব পছন্দ দেবাঞ্জনার।

জোড়া সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে অজিরা, ব্যর্থ ভারতের টপ অর্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন ছন্নছাড়া বোলিং, কেন টপ অর্ডার ব্যর্থ! বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জোড়া সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড় গড়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোলারদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে অলআউট হওয়ার আগে প্যাট কামিন্সের দল তুলে ফেলে ৪৬৯ রান। বড় লক্ষ্য, অথচ গ্রিন টপে নড়বড়ে ভারতীয় টপ অর্ডার। মাত্র ৭১ রানের মধ্যেই চার উইকেট হারায় ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বড় রানের জবাবে ওপেনিং জুটি কতটা পোক্ত হয় তাই দেখার ছিল। তাতে পুরো টপ অর্ডার পুরোপুরি ব্যর্থ। রোহিত শর্মা তাতে ১৫ রানের বেশি করতে পারেননি। প্যাট কামিন্সের বলে এলবিডব্লু হন তিনি। শুভমন গিল, যারওপর প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে। তিনিও সবুজ পিচে ফেল। আউট সুইং বুঝতে না পেরে বোলান্ডের বলে বোল্ড হয়ে যান গিল। করেন ১৩ রান। বিরাট কোহলি আর পূজারা দু'জনে জুটি বাঁধবেন এমন আশা যখন করা হচ্ছিল, তখন ১৪ রানে গ্রিনের বলে বোল্ড হয়ে যান পূজারা। কোহলিও টানতে পারেননি দলকে। স্টার্কের বলে ১৪ রানে স্মিথের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। ভারতের অলরাউন্ডার ও একমাত্র স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা রান বাড়াচ্ছিলেন। তাঁকে অবশ্য ফিরিয়ে অজিদের স্পিনার নাথান লিওঁ। জাদেজা ফেরেন অর্ধশতরানে আগে ৪৮ রান করে। চেতেশ্বর পূজারা ও শুভমন গিলের আউট কিছুই মানতে পারছেন না ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি রীতি মতো প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য শুভমন গিল না হয় তরুণ তবে পূজারা তো ১০০টি টেস্ট খেলে ফেলেছিল, তাহলে কী করে সে এমন ভুল করল। আসলে রবি শাস্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন নিজেদের ভুলেই আউট হয়েছেন পূজারা ও গিল। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গাভাসকর। ভারতীয় ব্যাটিংলাইনআপে এই ধস নামার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সুনীল গাভাসকর বলেন, 'শুভমন গিলের আউটের ক্ষেত্রে কিছু বুঝতে ভুল হয়েছিল ওর। গিল এই সময় দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। ওকে হারানো ভারতের জন্য বড় ধাক্কা। রোহিত শর্মা এই বছরের আইপিএল থেকেই তাঁর নিজের ফর্মে নেই। তাই ও ক্রস লাইনে খেলতে গিয়ে আউট হবে এটা খুব আশ্চর্যজনক নয়। তবে পূজারা আবার একই ভুল করেছে। নিজের উইকেটকে গার্ড করেনি। ফলে আউট হয়। ক্রিকেটাররা যেভাবে আউট হয়েছে এই উইকেটগুলি এড়ানো যেত। তবে এখানে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। অসাধারণ পরিকল্পনা করে ঠিক লাইনে বল করছে। একজন ক্রিকেটার যতই ভালো হোক না কেন অফ স্টাম্পের বলের উপর তাঁর একটু হলেও দুর্বলতা থাকবে।'

৩ উইকেটে ৩২৭ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ১৪৬ ও স্মিথ ৯৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন হেড আউট হন ১৬৩ রানে। স্মিথের সঙ্গে তার জুটি হয় ২৮৫ রানের। দ্বিতীয় দিন ৯৫ রান নিয়ে খেলতে নামেন স্মিথ। তিনি সেঞ্চুরি করেন ২২৯ বলে। দলীয় ৩৬১ রানে হেড আউট হলে টপাটপ উইকেট হারায় অজিরা। ৩৭৬ রানে ক্যামেরন গ্রিন, ৩৮৭ রানে স্মিথ ও ৪০২ রানে মিচেল স্টার্ক প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপর কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে সাড়ে চারশোর মাইলস্টোন পার হন আলেক্স ক্যারি। স্মিথ ফেরেন ২৬৮ বল খেলে ১২১ রান করে। এরমধ্যে রয়েছে ১৯ চার। গ্রিন করেন ৬। স্টার্ক ফেরেন ৫ রানে। কামিন্স করেন ৯। নাথান লিওঁ ৯ রান করেন। বোলান্ড ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। আর অ্যালেক্স ক্যারি ৪৮ রানে আউট হন। ভারতের হয়ে চার উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ। ২টি করে উইকেট পান মহম্মদ শামি ও শার্দুল ঠাকুর। একটা উইকেট নেন রবীন্দ্র জাদেজা।

প্রথমবার শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে তুলসীর হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলেদের পারফরমেন্স যেমনই হোক, মেয়েরা ফুটবলে একের পর এক ট্রফি এনে দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। কয়েক মাস আগেই কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে শ্রীভূমি স্পোর্টিংকে হারিয়েই কন্যাশ্রী কাপ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। মেয়েদের প্রথম আইএফএ শিল্ড ফুটবলেও শ্রীভূমিকে হারিয়েই বাজিমাত করল ইস্টবেঙ্গল। নদিয়ার গুরুচাঁদ হরিচাঁদ ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। খেলার শুরু থেকে লাল হলুদ ব্রিগেড এক তরফা খেলে শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাবকে চাপে রেখে দেয়। খেলার প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল আরও তিনটি গোল করে। ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলে শ্রীভূমিকে হারিয়ে খেতাব জিতে নেয়। হ্যাটট্রিক করেন তুলসী হেমব্রম। তিনি চারটি গোল করেন। অন্য গোলটা করেন বর্ণালী কাড়াড়। তুলসী সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ফাইনালে ও টুর্নামেন্টেও। চার ম্যাচে তৃতীয় হ্যাটট্রিক করেন জঙ্গলমহলের এই মেয়ে। গোটা টুর্নামেন্টে দারুণ ছন্দে ছিলেন তুলসী হেমব্রম। মেয়েদের শিল্ডে করেন ১৫ গোল। মরসুমে সবচেয়ে বেশি গোল করেন মৌসুমী মূর্মু। মোট ২৩টি গোল করেন লাল হলুদের কন্যা। কন্যাশ্রী কাপ জেতার পর চলতি মরশুমে এটা ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় খেতাব। খেতাব জয়ের জন্যে ট্রফি সহ ১ লাখ টাকা পায় ইস্টবেঙ্গল। রানার্স আপ দল শ্রীভূমি ৭৫ হাজার টাকা

ও ট্রফি পায়। মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস সাহা ও আই এফ এ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি সহ অন্যরা। নদীয়ার তেহট্টে আয়োজিত হয় শিল্ডের সবকটি ম্যাচ। গ্রুপ পর্ব থেকে নক আউট সব পর্বে ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। কোনও গোলও হজম করেনি।

ফের লাল হলুদে ফিরছেন খাবরা

দীর্ঘ ৭ বছর পরে ইস্টবেঙ্গলে ফিরতে চলেছেন হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা। দীর্ঘদিন লাল হলুদ জার্সিতে দাপটের সঙ্গে খেলেছিলেন এই ফুটবলার। এদিকে নিশু কুমার আর মন্দার রাও দেশাইয়ের কাছেও চুক্তিপত্র পাঠিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দুই ফুটবলারই মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন। বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি দেশীয় ফুটবলারদের নেওয়ার কাজে জোর বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল। খাবরা তাই ফিরছেন। ইস্টবেঙ্গলের পরে চেন্নাইয়ন এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলেন তিনি। এবার পঞ্জাবের এই ফুটবলার ফের লাল হলুদে। ইতিমধ্যেই খাবরার কাছে চুক্তিপত্র গেছে। আগামী কলকাতা লিগ আর আইএসএলে খেলবেন তিনি। গোলকিপার হিসেবে মহম্মদ নাওয়াজ আর প্রভসুখন গিলকে নিতে পারে শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাব। রহিম আলিকে নিতে বিশাল ট্রান্সফার ফ্রি দিতে হলেও সেটা দিতে রাজি ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। অন্যদিকে, নতুন করে দলগঠনের আগে ১১ জন ফুটবলারকে ছেঁটে ফেলে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল দল গড়তে শুরু করলেও, এখনও পর্যন্ত বড় কোনও নাম ঘোষণা করেনি তারা।

এবার কলকাতা লিগের গ্রুপপর্বে হচ্ছে না ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৫ জুন থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা লিগ। সেপ্টেম্বর মাসে লিগ শেষ করার টার্গেট নিয়েছে আইএফএ। আসন্ন কলকাতা লিগের জন্য গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। তাতে গ্রুপপর্বে হচ্ছে না কলকাতা ডার্বি। চিরপ্রতিপক্ষ মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল আলাদা গ্রুপে রয়েছে। মোহনবাগানের গ্রুপে রয়েছে মহমেডান। দুটো টিমের হবে অবনমন। তিন প্রধান তাঁদের ক্লাবেই খেলবে। আর বেশিরভাগ ম্যাচ ফ্লাডলাইটেই হবে। এছাড়া খড়দহ, কল্যাণী, ব্যারাকপুর, সোনারপুরের মতো স্টেডিয়ামে হবে লিগের ম্যাচ। ডুরান্ড আর কলকাতা লিগের ম্যাচ একসঙ্গে চলবে। ডুরান্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সময়সূচি ঠিক হবে। কয়েক মাস আগে আইএফএ নিযুক্ত তিন সদস্যর এক্সপার্ট কমিটির (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সঞ্জয় সেন এবং দেবজিৎ ঘোষ) পরামর্শ ছিল, প্রিমিয়ার ডিভিশনের লিগ এমন ভাবে করা হোক, যেখানে দলগুলি যাতে ২০টি করে ম্যাচ খেলতে পারে। আইএফএ কর্তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হল, প্রিমিয়ারের ২৬টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা। একটি গ্রুপে মোহনবাগান ও অন্য গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি গত বছরের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান ও রানার্স দল ভবানীপুরকেও আলাদা গ্রুপে রাখা হল। বাকি ২২টি দলকে নিয়ে লটারি করে গ্রুপ ঠিক হল। দুটি গ্রুপ থেকে উপরের ৩টি করে দল নিয়ে (মোট ৬ টি দল) চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সুপার সিক্সের লড়াই হবে। আর নিচের ৬টি দল নিয়ে হবে অবনমনের লড়াই। এই বছর থেকে ভূমিপুত্রদের খেলানোটা বাধ্যতামূলক থাকছে না। এই ব্যাপারে আইএফএ সচিব অনির্বান দত্ত বলেন,'এই বছর ক্লাবগুলি দল আগেই করে ফেলেছে। ফলে এই বার ভূমিপুত্রদের নিয়ে দল করাটা এই বছর সম্ভব হচ্ছে না। ক্লাব গুলির দাবি মেনেই আমরা আগামী বছর থেকে ভূমিপুত্রর নিয়মটা রাখবো।'

Rising Athlet BULTI ROY
Sponsored by
ALIPUR BARTA
&
NIKHIL BANGA KALYAN SAMITY
For her Srilanka Tour
To participate in the
INTERNATIONAL MASTERS
ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2023
Sponsorship Presentation programme
will be held at Calcutta Sports
Journalist Club on 11th June, 2023
at 4 PM in presence of
eminent Sports, Media and
Social personalities
ALL ARE INVITED

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com